শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধীন ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। (ক) ''১১টি পুরাতন জেলায় ১১টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ঢাকায় ০১টি মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন'', (খ) ''বিদ্যমান ১১টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকায়ন''।

২। **<u>সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ</u>** সমাপ্ত ২টি প্রকল্প অনুমোদিত সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। ক ও খ প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৮৭.৭২% ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০% ও ব্যয় ৮.২৮% এবং মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০%।

৩। **<u>ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির/ হ্রাসের কারণঃ</u>** ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রাপ্তিতে সমস্যা ও নক্শা অনুমোদনে বিলম্ব।

৪। **<u>সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ ও ধরন/প্রকৃতিঃ</u>** প্রকল্প ২টির কোন অসমাপ্ত কাজ নেই।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
(ক) পটুখালী টিটিসির পুরো ভবনের দেয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাঁটল ও হেয়ার ক্র্যাক দেখা দিয়েছে। ফলে ভবনটির স্থায়ীত্ব হ্রাস পাচ্ছে, ভিতরের রাস্তাগুলো বিটুমিন কার্পেটের পরিবর্তে ঢালাই রাস্তা করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বাইরের লাইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনটি অদ্যবধি চালু করা হয়নি।	(খ) ভবনের অধিকাংশ দেয়ালে যে ফাঁটল দেখা গিয়েছে তা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টির কারণ জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, রাস্তাটিকে বিটুমিন কার্পেটে পরিণত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে, ভবনের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনটি অতিদ্রুত চালু করার পদক্ষেপ নিতে হবে।
(খ) ঢাকা টিটিসির টপ ফ্লোরে হিট এবং ড্যাপ প্রুপ করার জন্য ছাদের উপরে যে ঢালাই করা হয়েছে সেখান থেকে চুইয়ে পানি ভিতরের ছাদে প্রবেশ করছে। এর ফলে উপরের ছাদটি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এবং বৃষ্টি হলে ছাদের কিছু কিছু অংশে পানি জমে থাকে, ডিপিপি অনুযায়ী ভিতরে পাকা রাস্তা করার কথা বলা হলেও এটি না করে কেবলমাত্র ইট দিয়ে হেরিং রাস্তা করা হয়েছে। ভবনের নিরাপত্তা লাইটগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে।	(খ) অতিবিলম্বে ঢাকার টিটিসিতে ছাদের উপরে যে হিট এন্ড ড্যাম্প প্রুফ লাগানো হয়েছে তা মেরামত করা প্রয়োজন এবং ছাদের যে অংশে পানি জমে সেই অংশটি যত দ্রুত সম্ভব ঢালু করে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, নিরাপত্তা লাইটগুলো দ্রুত সম্ভব মেরামত করে চালুর ব্যবস্থা নিতে হবে।
(গ) কুমিল্লা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডরুমের উপর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বিল্ডিং এর দেয়াল ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।	(গ) গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেড রুমের উপরে নির্মিত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বিল্ডিং এর দেয়ালে ফাটলের কারন অনুসন্ধান পূর্বক ইহার মেরামতের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিদ্যমান ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, কুমিলস্না, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও ফরিদপুর।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্তব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্তসময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
২২১০.০০	২৪২৭.৯৩	২৩৯৩.০০	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০০৮	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০০৯	জুলাই,২০০৫ হতে ডিসেঃ,২০০৯	১৮৩.০০ ৮.২৮%	১৮ মাস ৫০%

৫.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৫.১ **পটভূমিঃ**

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলো ১৯৬০-১৯৮৫ সাল নাগাদ দেশের ১০ টি জেলায় পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হয়। উল্লিখিত কেন্দ্র সমুহে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায়ের দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু বিশাল বেকার জনগোষ্ঠির তুলনায় এ প্রশিক্ষণ সুবিধাদি খুবই অপ্রতুল বলে বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এর বিকল্প নেই। প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে চাকুরীর জন্য গমন করে। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকের ফলে বেতনের মান নিম্নতর হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রাও কম আয় হচ্ছে। তাই এ সকল অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে বিদেশে প্রেরণ করা সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) দেশ-বিদেশের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক সরবরাহের লক্ষ্যে টিটিসি সমুহে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোসমূহের সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
গ) প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ ।

৬.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

বিগত ১৯-০৫-২০০৫ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের পিসিপি মোট ২২১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। বিগত ০৮-১০-২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি ২৪২৭.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১২-০৫-২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির মেয়াদ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) ০৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মোঃ আহসান হাবিব পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বিএমইটি খন্ডকালীন	জুলাই, ২০০৫	ডিসেম্বর,২০০৯

৮.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

দেশ ও বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক সরবরাহের লক্ষ্য প্রকল্পটির আওতায় টিটিসি সমুহে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করাই এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত ডিসেম্বর, ২০০৯ মাসের প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২০৫২.২১ লক্ষ টাকা (৮৫%)। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)। ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৭৫.০৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.১ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.		২.	৪.	৫.	৬.	৭.
ক)	**রাজস্ব**					
১)	সরবরাহ ও সেবা					
	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	০.৯৭	থোক	০.১০	থোক
	স্যানিটারী	থোক	১.৩০	থোক	১.২৩	থোক
	বিজ্ঞাপন	থোক	১.৩৫	থোক	১.১৩	থোক
	ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৬.৪১	১০৯	৩.১৬	১০০ জন
	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	থোক	৪৭.০০	থোক	৪৬.৯৮	থোক
	বিবিধ	থোক	৫.৪৭	থোক	৪.১৩	থোক
২)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক
	উপ-মোট (রাজস্ব):		**৬৪.০০**		**৫৮.২৪**	
খ)	মূলধন					
১)	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮০১.৭২	১৩৪১৪টি	৭১৬.০২	১৩৩২৭টি
২)	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩.১০	০৪	৩.০৯	০৪
৩)	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৮৩.৬৮	১৮০৬টি	৮৩.৬৮	১৮০৬টি
৪)	ভৌত নির্মাণ	বঃমিঃ	১৪৭৫.৪৩	৪৪৩৭৯	১৪৬৬.২১	৪৪৩৭৯
	উপ-মোট (মূলধন)		২৩৬৩.৯৩		২২৬৯.০০	
	সর্বমোট (ক+খ) =		**২৪২৭.৯৩**		**২৩২৭.২৪**	**১০০%**

৯.২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৩৪১৪টির বিপরীতে ১৩৩২৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপিতে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের

টেন্ডার আহবান করা হয়। কিন্তু কিছু কমন যন্ত্রপাতি যেমন- Chisel 6" অকেজো অবস্থায় পাওয়া যায় যা গ্রহণ করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য যাবতীয় কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০.০। **পরিদর্শিত এলাকাঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্য আইএমইডি কর্তৃক গত ২৩/৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৭/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৬/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৮/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৫/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৩/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৫/১০/২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিদর্শন করা হয়েছে।

১০.১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১০.২। সরবরাহ ও সেবাঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে সরবরাহ ও সেবা খাত বাবদ ৬২.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উহার বিপরীতে ৫৬.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। গ্যাস ও জ্বালানী, বিজ্ঞাপন, স্টেশনারী, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কাঁচামাল বাবদ এ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১০.৩। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত বাবদ ১.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উহার পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ এ অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১০.৪। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে ১৩৪১৪টি প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি বাবদ ৮০১.৭২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। মোট ১৩৩২৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৭১৬.০২ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে টেন্ডার মূল্য কম হওয়ায় এখাতে ৮৫.৭০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১০.৫। অফিস যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে অফিস যন্ত্রপাতি বাবদ ৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে ৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয়িত অর্থে একটি কম্পিউটার ও ইউপিএস, একটি লেজার প্রিন্টার, একটি ফটোকপিয়ার মেশিন এবং পিএ সিস্টেম, টাইপিং, স্টেন্ড মাইক্রোফোন কেনা হয়েছে।

১০.৬। আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ১৮০৬টি আসবাবপত্রের বিপরীতে ৮৩.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ইহার পুরো টাকাই খরচ হয়েছে এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্র যেমন- পূর্ণসচিবালয় টেবিল, কনফারেন্স টেবিল, অর্ধ সচিবালয় টেবিল, হাতলযুক্ত কুসন চেয়ার, টেবিল, উন্নত মানের ৫ আসন বিশিষ্ট সোফা, বুক সেলফ ইত্যাদি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.৭। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় ৪৪৩৭৯ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ ১৪৭৫.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে ১৪৬৬.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১২০০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং ৩০০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট সিএনসি ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য ভবনের সংস্কার করা হয়েছে। নির্মিত ভবন আইএমইডি ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শিত হয়েছে। কাজের গুণগত মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমেত্মাষ জনক বলে মনে হয়েছে।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ক) দেশ-বিদেশের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক সরবরাহের লক্ষ্যে টিটিসি সমুহে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান;	ক) দেশ-বিদেশের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক সরবরাহের লক্ষ্যে টিটিসি সমুহে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
খ) বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোসমূহের সংস্কার ও সম্প্রসারণ;	খ) বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোসমূহের সংস্কার এবং নতুন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
গ) প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং	গ) প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ।	ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১ **পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ও ত্রুটিপূর্ণ পিসিআরঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর, ২০০৯। প্রকল্প সমাপ্তির (০৩) তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণের বিধান থাকলেও উক্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় হতে সঠিক সময়ে পাওয়া যায়নি। গত অক্টোবর, ২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়। যার জন্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিলম্ব হয়। পিসিআরএ অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকৃত ব্যয় পিসিআর -এ ৪নং অঙ্কে ২৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা, ৫নং অঙ্কে ২৩২৭.২৪ লক্ষ টাকা এবং ৯.১ (b) অঙ্কে ২৩৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে।

১৩.২ **গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডরুমের উপর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বিল্ডিং এর দেয়াল ফাটলঃ** গত ১৮/১০/২০০৯ ইং তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে কুমিল্লা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড চালু করার জন্য গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডরুমের উপর উর্ধ্বমুখী যে বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে তার দেয়ালের দুই জায়গায় ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩.৩ **গণপূর্ত বিভারেগ অসহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে কালক্ষেপণঃ** কুমিলস্না কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিদর্শনের বিষয়টি পূর্বেই চিঠি মারফত সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা সত্ত্বেও কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। গণপূর্ত বিভাগ কাজের Work order ও BOQ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বার বার ফোন করা সত্ত্বেও পরিদর্শিত এলাকার কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পাঠানোর বিষয়ে অযথা কালক্ষেপণ করা হয়েছে।

১৩.৪ **বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের ত্রম্নটি বিচ্যুতিঃ** প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের ত্রম্নটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমনা প্রাচীরের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষক্ষর বাসভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হলেও বাসভবনের সম্মুখে বারান্দার দেয়াল থেকে প্লাষ্টার খসে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোষ্টেল বিল্ডিং এর ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি দেয়াল চুয়ে ছাত্রাবাসের ভেতরে প্রবেশ করে যার জন্য হোষ্টেলের দুটি কক্ষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হোষ্টেল বিল্ডিং এর সম্মেলন কক্ষের বাথরুমের স্যানিটারী সমস্যা বিদ্যমান। বাথরুমের কোন বেসিন নেই।

১৩.৫ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসায় অবস্থান না করাঃ** খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কোয়ার্টারে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা বসবাস করেনা বলে জানা গেছে। সরকারী বাসার পরিবর্তে প্রাইভেট বাসায় বসবাস করা তাদের জন্য লাভজনক এই অজুহাতে তারা বাসা বরাদ্দ নেয়না। কয়েকটি কোয়ার্টার জনশূন্য পরিলক্ষক্ষত হয়েছে যার ফলে রুমগুলো দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকায় দরজা, জানালার গ্রীলে মরিচিকা এবং দেয়ালের প্লাষ্টার ও চুনকাম খসে যাচ্ছে।

১৪.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৪.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভূল প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৪.২ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেড রুমের উপরে নির্মিত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বিল্ডিং এর দেয়ালে ফাটলের কারন অনুসন্ধান পূর্বক ইহার মেরামতের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ফাটলসহ বিল্ডিংটি কিভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৪.৩ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ওয়ার্ক অর্ডার, BOQ দেখানোর বিষয়ে অসহযোগিতা এবং পরিদর্শিত এলাকার কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদানে ঔদাসিন্যের বিষয়টি দুঃখজনক। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিষয়টি আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি তা আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি। বিষয়টি খতীয়ে দেখে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৪ নির্মাণকাজের ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় হতে এ ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষক্ষপ নেয়া হয়েছে কিনা তা আইএমইডি অদ্যাবধি অবহিত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

১৪.৫ কোয়ার্টারগুলো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। গণপূর্ত বিভাগের সাথে আলোচনা পূর্বক প্রয়োজনে ভাড়ার হার যৌক্তিক করণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪.৬ খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পশ্চিম দিকে যে সীমানা প্রাচীর রয়েছে তার উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট যা দিয়ে মানুষ সীমানা টপকিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত সীমানা প্রাচীর কাঁটাতারের বেড়াসহ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪.৭ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইনের কভার তার পরিবর্তন পূর্বক ইনসুলেটর তার বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক লাইনের বিষয়টি বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

১৪.৮ সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ মেইনটেইন্যান্সচার্জ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৪.৯ ময়মনসিংহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্তর্গত পানি নিস্কাশন ড্রেনের শেষ প্রান্তে একটি গাছ ড্রেনের সাথে মিশে থাকায় ড্রেন সরু হয়ে গিয়েছে যার ফলে কেন্দ্রটির বৃষ্টির পানি সহজেই নিস্কাশন হয়না। বন বিভাগের সাথে আলোচনা পূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.১০ বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনেক পুরাতন ভবন রয়েছে যেগুলো বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ সমস্ত ভবনের সংস্কার ও মেরামত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

১১টি পুরাতন জেলার ১১টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ঢাকায় ১টি মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, টাংগাইল, জামালপুর, নোয়াখালী, বান্দরবান, দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর,যশোর, সিলেট, পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্তব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্তসময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৮৯৭৭.০০	১৭০২৩.৬৭	১৬৮৫১.২৮	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০০	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই,১৯৯৫ হতে জুন,২০১০	৭৮৭৪.২৮ (৮৭.৭২%)	১২০ মাস (২০০%)

৬.০ **সাধারন পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে স্থাপিত ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলো ১৯৬০-১৯৮৫ সাল নাগাদ দেশের পুরাতন ১২টি জেলায় পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হয়। উল্লেখিত কেন্দ্র সমুহে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায়ের দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর তুলনায় এ প্রশিক্ষণ সুবিধাদি খুবই অপ্রতুল বলে বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ঢাকা, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, বান্দরবান, সিলেট, দিনাজপুর, পাবনা, পটুয়াখালী, যশোর, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং রংপুর জেলায় একটি করে মোট ১১টি এবং ঢাকায় মহিলাদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ মোট ১২টি টিটিসি স্থাপনের নিমিত্তে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ**

- ক) দক্ষতা উন্নয়ন সহায়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক/যুব মহিলাদের দেশের শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক কর্ম উপযোগী করা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সহায়তা করা।
- খ) বিশ্ব বাজারের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে চাকুরির জন্য কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল সৃষ্টি করা।
- গ) বেকার/অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত জনসম্পদে পরিণত করা এবং
- ঘ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটিয়ে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করে শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** বিগত ১৬/০৩/১৯৯৭ তারিখে ৮৯৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের নির্মাণ, ডিজাইন, নকশা, জমি অধিগ্রহণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কতিপয় নতুন অঙ্গের অর্ন্তভুক্তি এবং প্রকল্পের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধিত হয়। প্রথম সংশোধিত প্রকল্পটি ১৪৬১৫.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এডিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়াসহ নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, নকশা

পরিবর্তন ও নতুন ট্রেড অর্ন্তভুক্তির কারণে আবারো ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বার সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পটি ১৬৮০৩.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২/১২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। বিগত ১৪/০৫/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০/০৬/২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৬/০৫/২০০৯ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আবারো প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অথাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্গত বান্দরবান টিটিসি সংলগ্ন লেক/জমি অধিগ্রহণ করে রিং ওয়েলের মাধ্যমে লেকের পানি উত্তোলন করে ওয়ার্টার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে তার মাধ্যমে সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, মিরপুর শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অসমাপ্ত পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির বিল পরিশোধের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় জুন, ২০১০ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪ **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের যুব ও যুব মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানের সহায়তা করা, বিদেশে চাকুরীর জন্য দক্ষতা সম্পন্ন জনবল সৃষ্টি, বেকার জনগোষ্ঠীকে জন সম্পদে পরিণত করা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটিয়ে অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে কর্মক্ষম করে শিল্প কারখানার উৎপাদন শীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও পূর্ত নির্মাণ কাজ ইত্যাদি এ প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত।

৭.৫ **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব শাহজাহান আলী তালুকদার	১৬/৮/১৯৯৮	২১/০৪/২০০৭
২।	জনাব নুরুল ইসলাম	২২/০৪/২০০৭	০৮/০৭/২০০৭
৩।	জনাব আঃ সালাম সরকার	০৯/০৭/২০০৭	৩০জুন, ২০১০

৮.০। **<u>প্রকল্পে অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :</u>** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআরের ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		৩	৪	৫	৬	৭
১।	জনবল	জনমাস	২৭৩০.১৭	৯১৩	২৭০৩.৯২	৭২২
২।	প্রশিক্ষণ ও কাঁচামাল	L.S	৯৮.৬৫	L.S	৯৮.৪৮	L.S
৩।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জনমাস	১৫.৪০	৪২২	১১.৪০	৩৮৭
৪।	কন্টিনজেন্সী, অদৃশ্য ব্যয় (জ্বালানী, বিদ্যুৎ, ডাক, টেলিগ্রাফ, ষ্টেশনারী ও আপ্যায়ন ইত্যাদি)	L.S	৫৬২.৭৪	L.S	৫৪৯.৪৯	L.S
৫।	যানবাহন ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	L.S	৪৮.০১	L.S	৪৭.৭৩	L.S
৬।	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	২৫৭.০৩	৩৮	২৪৫.৮৩	৩৮
৭।	মেশিনারী/প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৬৪৩.৭৭	১৭১৪৪৬	১৬১৬.৮৩	১৭০০০০ (Appr.)
৮।	আসবাবপত্র	লট	৪৮৮.২১	৫২	৪৭৮.২১	৫২
৯।	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	একর	২৫৮.৪৯	৩৬.৮১	১৯৮.৪৯	৩৪.৭০
১০।	ভূমি উন্নয়ন সহ ভৌত নির্মাণ	বঃমিঃ রাঃমিঃ	১০৯২১.২০	৮০৩১৪.২৬ ১৯৯৯২৪	১০৯০০.৯০	৮০৩১৪.২৬ ১৯৯৯২৪
	সর্বমোটঃ		১৭০২৩.৬৭		১৬৮৫১.২৮	

১০.২। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল কাজই সম্পন্ন হয়েছে।

১১.০। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** বান্দরবান, সিলেট, ঢাকা ও যশোর। এ বিভাগের পরিচালক জনাব আলতাফ হোসেন এবং সহকারী পরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ গত ১৭-০৫-২০১১ তারিখে বান্দরবান অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ ৩০-০৬-২০১১ ও ০১-০৮-২০১১ তারিখে ঢাকা ও পটুয়াখালী অংশটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এছাড়া গত ২৬-০৭-২০১১ তারিখে এ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন যশোর অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং ১৬-০৭-২০১১ তারিখে এ বিভাগের মহাপরিচালক জনাব জাহিদ হোসেন ও সহকারী পরিচালক জনাব দেবোত্তম সান্যাল সিলেট অংশ পরিদর্শন করেন।

১২। <u>**প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ**</u>

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ক) দক্ষতা উন্নয়ন সহায়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক/যুব মহিলাদের দেশের শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক কর্ম উপযোগী করা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সহায়তা করা।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক/যুব মহিলাদের শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গোড়ে তোলা হচ্ছে এবং তারা প্রশিক্ষণের ফলে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।
খ) বিশ্ব বাজারের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে চাকুরির জন্য কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল সৃষ্টি করা।	বিশ্ব বাজারের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে সে অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করে তাদেরকে প্রশিক্ষীত করা হচ্ছে।
গ) বেকার/অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত জনসম্পদে পরিণত করা এবং	বেকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।
ঘ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটিয়ে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করে শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের শিল্প কারখানায় দক্ষ কর্মী নিয়োগে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে যথাযথ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে দেশের উন্নয়নে তারা বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

১৩। উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৪। <u>**সমস্যা :**</u>

১৪.১। বান্দরবান টিটিসিতে মহিলা হোস্টেলে জানালাতে ফ্লাই প্রুফ নেট লাগানো হয়নি। পরিদর্শনকালে জানানো হয়েছে যে, ফ্লাই প্রুফ নেট ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু কিছু স্থানীয় সমস্যার কারণে মহিলা হোস্টেলে এই নেট লাগানো যায়নি বলে জানানো হয়েছে।

১৪.২। প্রশিক্ষক ডরমেটরীতে থাই গ্লাস/মশার নেট এর প্রতিস্থাপনের কাজ ভালভাবে করা হয়নি। যার কারনে ফিটিংস-এ সমস্যা হচ্ছে।

১৪.৩। বান্দরবান টিটিসির প্রশাসনিক ভবনের ছাদ ঢালু করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য টিটিসির ছাদ সমতল দেখা গিয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত প্রশাসনিক ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সপানশন এর প্রয়োজন হলে ডিজাইন সমস্যা হতে পারে।

১৪.৪। কম্পিউটার রুমে সরবরাহকৃত কম্পিউটারগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছে এবং মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরটি নষ্ট এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সমস্যা হচ্ছে এবং রুমের এসিটি নষ্ট হওয়ায় তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এখানে অপারেশন আর্কিটেকচারাল, ড্রাফটিং উইং, অটোক্যাড, রেডিও এবং টিভি, গামেন্টস, ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ব্লক বাটিক ও হাউজ কিপিংসহ যে সকল কোর্স চালু রয়েছে এই কোর্সের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। তাছাড়া উপজাতি প্রধান এলাকা হওয়ার কারনে জুম মৌসুমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই কম।

১৪.৫। ঢাকা টিটিসির কেন্দ্রটি পূর্ত নির্মাণ কাজ তেমন সন্তোষজনক নয়। প্রশাসনিক ভবনের বারান্দার টাইলস ও ফিটিংস-এর কাজ ভাল হয়নি এবং বারান্দার বিভিন্ন জায়গায় টাইলসগুলো ভেঙ্গে গেছে।

১৪.৬। নিরাপত্তা লাইটগুলো অকেজো হয়ে রয়েছে। এতে করে কেন্দ্রটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৪.৭। ঢাকার কেন্দ্রটি মহিলাদের জন্য নির্মাণ করা হলেও এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। কারন পশ্চিম দিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। এতে করে কেন্দ্রটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এখানকার রুমগুলো এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় পরে রয়েছে। এর ফলে রুমগুলোর আসবাবপত্র নষ্ট হচ্ছে।

১৪.৮। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বাস ভবন, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, অধ্যক্ষের বাথরুমের বিভিন্ন স্থানে হেয়ার ক্র্যাক/ড্যাম্প ও ফাঁটল দেখা গেছে।

১৪.৯। নক্শা বর্হিভূতভাবে ভবনের পাশে একটি কেন্টিন নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাহিরে দুটি টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। যা নক্শার পরিপন্থী এবং ভবনের জন্য হুমিক স্বরূপ। এর ফলে কেন্দ্রটির সৌন্দর্য্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৪.১০। টপ ফ্লোরে হিট এবং ড্যাপ প্রুপ করার জন্য ছাদের উপরে যে ঢালাই করা হয়েছে সেখান থেকে চুইয়ে পানি ভিতরের ছাদে প্রবেশ করছে। এর ফলে উপরের ছাদটি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এবং বৃষ্টি হলে ছাদের কিছু কিছু অংশে পানি জমে থাকে।

১৪.১১। ডিপিপি অনুযায়ী ভিতরে পাকা রাস্তা করার কথা বলা হলেও এটি না করে কেবলমাত্র ইট দিয়ে হেরিং রাস্তা করা হয়েছে। এছাড়া আরবরিকালচারও ঠিকমত করা হয়নি।

১৪.১২। ঢাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ৫ম তলা একটি বিদেশী সংস্থার নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রটির উদ্দেশ্যে অনেকখানি ব্যাহত হবে।

১৪.১৩। সিলেট কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে বৃষ্টি হলেই মূল ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে পানি প্রবেশ করে এবং বারান্দা ও সিড়ি বেয়ে তা নিচে নামতে থাকে। এর ফলে ক্লাশ চলা কালীন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পা-পিছলে দুর্ঘনা ঘটার সম্ভবনা রয়েছে।

১৪.১৪। বিল্ডিং বাউন্ডারী ওয়ালটি নীচু হওয়ায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকাতে নিরাপত্তা হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১৪.১৫। ওয়ারিং-এর কাজ ঠিকমত না হওয়ায় লোড ম্যানেজমেন্টর সমস্যা হচ্ছে। এ কারনে সকল কম্পিউটার একসাথে চালু করা যায়না এবং শ্রেণী কক্ষের এসিটিও বন্ধ রাখতে হয়।

১৪.১৬। কম্পিউটারগুলো পেনটিয়াম-২ মডেলের হওয়ায় এর কোন পার্স নষ্ট হলে তা বাজারে পাওয়া যায়না। ফলে নষ্ট কম্পিউটারগুলো আর পুনরায় মেরামত করে ব্যবহার করা যায়না এবং কম্পিউটার ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকাতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সমস্যা হচ্ছে।

১৪.১৭। গ্রাফিকস এবং অটোক্যাড ল্যাবের দেয়ালে ফাঁটল দেখা গেছে। রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকন্ডিশন ল্যাবটিতে যুগ-উপযোগী যন্ত্রপাতি যেমন-(গ্যাস ওয়েলডিং সেট, অটো এয়ারকন্ডিশনিং, বেভারজেকুলার, রেসিপ্রোকেটিং কমপ্রেসার ১/৫ এইচপি/ ১/৬ এইচপি, স্প্লিটটাইপ এয়ারকন্ডিশনার, সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং) না থাকার কারনে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। অটোমোবাইল ল্যাবে যুগ-উপযোগী যন্ত্রপাতির অভাবে প্রশিক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। ল্যাবের একটি দেয়ালে ফাঁটল ধরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে শেওলা ধরে গেছে।

১৪.১৮। সিলেটের ক্যাটারিং কোর্সটির চাহিদা খুবই বেশী। কিন্তু যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.১৯। সকল কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। কিছু ট্রের্ডের প্রশিক্ষণ ক্লাশে উপস্থিতিও কম। এছাড়া প্রশিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

১৪.২০। মোট পদ ৭৫টি থাকলেও এর ভিতরে ২৭টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণের যথাযথ চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না।

১৪.২১। বিবেচ্য প্রকল্পের যশোর অংশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহ হচ্ছে (ক) কোথাও কোথাও পাইপ ফেটে গেছে, (খ) ছাদের বিরাট অংশ নিচু হওয়ায় পানি জমা হয়, (গ) প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় ও ৩য় তলায় দেয়ালের কতিপয় স্থানে ছোট ছোট ক্র্যাক রয়েছে, (ঘ) ছাদের উঠার দরজার পাশে দেয়ালের অংশ বিশেষ ছুটে গেছে, (ঙ) ছাদের রেইন

ওয়ার্টার ডাউন পাইপ ফাঁটা থাকায় পাইপ বেয়ে পানি ভবনের বিভিন্ন দেয়ালে স্যাত স্যেতে অবস্থা তৈরী করছে, (চ) সীমানা প্রাচীরের পুকুরপার অংশের নীচে কোন মাটি নেই। মাটি খয় হয়ে সরে গেছে। তাই ফাঁকা অংশ দিয়ে অবাঞ্চিত লোকজন যে কোন মুহুর্তে ঢুকে যাচ্ছে, (ছ) অধ্যক্ষের বাস ভবনের সামনের অংশ নীচু হওয়ায় পানি জমে যায়, (জ) অভ্যন্তরীন রাস্তার তুলনায় প্রশাসনিক ভবনের সামনের অংশ নীচু হওয়ায় এই ভবনের সামনে পানি জমে যায়, (ঝ) ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্লাষ্টিক টেকনোলজি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতিগুলো চালু করা যাচ্ছে না বলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে, (ঞ) সীমানা প্রাচীরের উপরে বার্বেড ওয়ার না থাকায় নিরাপত্তা ঝুকি রয়েছে।

১৪.২২। বিবেচ্য প্রকল্পের পটুয়াখালী অংশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহঃ (ক) টিটিসির পুরো ভবনের দেয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাঁটল ও হেয়ার ক্র্যাক দেখা দিয়েছে। ফলে ভবনটির স্থায়ীত্ব হ্রাস পাচ্ছে, (খ) অটোক্যাড ট্রেডিং এর দেয়ালের উপরের অংশে পানি চুঁয়ে শেওলার সৃষ্টি করেছে, (গ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বাসভবন এর প্লাষ্টার খসে পড়ছে ও দেয়ালের বিভিন্ন অংশে ড্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ভবনের ক্লপসিবল গেইটগুলো প্রায় অকেজো হয়ে গেছে, (ঘ) ভিতরের রাস্তাগুলো বিটুমিন কার্পেটের পরিবর্তে ঢালাই রাস্তা করা হয়েছে, (ঙ) গাড়ির গ্যারেজের সাটার লাগানো হয়নি। এরফলে মাইক্রোবাসটি অটোক্যাড ট্রেনিং রুমে রাখা হচ্ছে, (চ) দীর্ঘদিন ধরে বাইরের লাইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং থ্রিফেইজ লাইনের পরিবর্তে টু-ফেইজ লাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে ভবনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চালু করা যাচ্ছে না, (ছ) বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনটি অদ্যবধি চালু করা হয়নি। এর ফলে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যা সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে, (জ) ভবনের বিভিন্ন অংশের ব্যবহৃত টাইলসগুলো ভেঙ্গে গেছে ও নীচতলার ফ্লোর দেবে যাচ্ছে। এর ফলে ভবনটির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, (ঝ) ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার খুবই কম। এছাড়া শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

১৫। **<u>সুপারিশ :</u>**

১৫.১। জানালার থাই গ্লাস ও ফ্লাই প্রুফ নেট এর কাজ দ্রুত সম্ভব প্রতিস্থাপন করা দরকার। মহিলা হোষ্টেলে দ্রুত মশার নেট সম্বলিত জানালা লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.২। কম্পিউটার রুমের সরবরাহকৃত পুরাতন কম্পিউটারগুলো আধুনিকায়ন করে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৫.৩। প্রশিক্ষকদের আরো বেশী প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.৪। বান্দরবান আধিবাসি আধুষ্যিত এলাকা হওয়াতে এখানে ক্লাশ রুমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। যাতে করে জুম চাষের সময় তারা ক্লাশে উপস্থিত থাকতে পারে।

১৫.৫। অতিবিলম্বে ঢাকার টিটিসিতে ছাদের উপরে যে হিট এন্ড ড্যাম্প প্রুফ লাগানো হয়েছে তা মেরামত করা প্রয়োজন এবং ছাদের যে অংশে পানি জমে সেই অংশটি যত দ্রুত সম্ভব ঢালু করে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.৬। ভিতরে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আরবরিকালচারের কাজটি ঠিকমত করা প্রয়োজন। এছাড়া ডিপিপিতে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী ভিতরের রাস্তাটি হেরিং-এর পরিবর্তে পাকা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.৭। নিরাপত্তা লাইটগুলো দ্রুত সম্ভব মেরামত করে চালুর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পশ্চিম দিকের যে সীমনা প্রাচীর অনির্মিত অবস্থায় রয়েছে তা অবিলম্বে নির্মাণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.৮। বিদেশী সংস্থার নিকট যে রুমগুলো ভাড়া দেয়া হয়েছে তা বাতিল করা প্রয়োজন। এছাড়া অব্যবহৃত রুমগুলো যথা সম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৯। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের রুমে যে হেয়ার ক্র্যাক/ড্যাম্প/ফাঁটল এর সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.১০। ভবনের পাশে যে ক্যান্টিন ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে তা অতি শিঘ্রই অপসরণ করে ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১৫.১১। সিলেট কারিগরী অংশে দ্রুত পানি নিস্কাশন এর ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বর্ষাকালে মূল ভবনের কোন ফ্লোরে পানি প্রবেশ করে দুর্ঘটনার সৃষ্টি না করতে পারে।

১৫.১২। বিল্ডিং বাউন্ডারী ওয়াল এর উপরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে। যাতে করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়।

১৫.১৩। ওয়ারিং-এর কাজ পুনরায় করা প্রয়োজন। যাতে লোড ম্যানেজমেন্ট-এ কোনরূপ সমস্যা না হয়। ক্লাশ রুমের সকল কম্পিউটার ও এসিগুলো যাতে একই সাথে চালু রাখা যায় সে অনুযায়ী ওয়ারিং এর কাজ করা প্রয়োজন।

১৫.১৪। গ্রাফিকস এবং অটো-ক্যাড, অটো-মোবাইল ল্যাব এর দেয়ালে যে ফাঁটল দেখা দিয়েছে তা অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.১৫। রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং ল্যাবটি আধুনিকায়ন করে, প্রশিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫.১৬। সিলেটে ক্যাটারিং কোর্সের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে এ অঞ্চলে ক্যাটারিং-এর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

১৫.১৭। শূন্য পদের সংখ্যা দ্রুত পূরণ করতে হবে।

১৫.১৮। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত মান যথাযথভাবে নিশ্চিত করার জন্য আরো নিবিড় তদারকি করার প্রয়োজন রয়েছে।

১৫.১৯। অনুচ্ছেদ ১৪.২১ এ বর্ণিত নির্মাণ ক্রুটি সমূহ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মেরামত/সংস্কার/পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, পুকুর পাড়ের দেয়ালের নীচে RCC Slab Palasiding এর ব্যবস্থা করা দরকার এবং ঠিকাদার/গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্লাষ্টিক টেকনোলজি সম্পর্কিত মেশিনসমূহ জরুরী ভিত্তিতে চালু/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৫.২০। বান্দরবানসহ অন্যান্য অংশে বিভিন্ন ল্যাবে যে যন্ত্রপাতিগুলো অকেজো ও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সে গুলোর সংস্কার ও ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৫.২১। দেয়ালে যাতে পানি চুঁয়ে না আসতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে এবং ভবনের অধিকাংশ দেয়ালে যে ফাঁটল দেখা গিয়েছে তা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টির কারণ জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.২২। ভবনের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের বাস ভবনের দেয়ালের প্লাষ্টার মেরামত সহ ক্লুপসিবল গেইট গুলোর দ্রুত সম্ভব মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫.২৩। ভিতরের রাস্তাটি বিটুমিন না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ রাস্তাটিকে বিটুমিন কার্পেটে পরিণত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫.২৪। ভবনের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনটি অতিদ্রুত চালু করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং টু-ফেইজ লাইনের পরিবর্তে থ্রি-ফেইজ লাইনের ব্যবস্থা করা, জনবল নিয়োগের বিষয়টি এবং নষ্ট যন্ত্রপাতিগুলো মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫.২৫। উপরের অনুচ্ছেদ ১৫.১ হতে ১৫.২৫ পর্যন্ত বিষয় সমুহের উপর প্রয়োজনীয়/কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হলো।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

(১) সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ও ধরণঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত মোট ৩০ টি প্রকল্পের মধ্যে ০৩ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবকটি প্রকল্পই বিনিয়োগ প্রকল্প।

(২) সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

সমাপ্ত ০৩ টি প্রকল্পের মধ্যে ০২ টি প্রকল্প প্রকৃত মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ০১ টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সমাপ্ত ০৩ টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ০২ টি প্রকল্প প্রকৃত বাস্তবায়নকাল মূল অনুমোদিত সময়সীমা (প্রকল্প মেয়াদ) অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ০১ টি প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকাল মূল অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে-অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী এডিপি-তে বরাদ্দ প্রদান না করা, প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনে বিলম্ব সর্বোপরি দুর্বল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অন্যদিকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে-ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, যথা সময়ে কার্যক্রম শুরু না হওয়া এবং কাজের পরিধি পরিবর্তন ইত্যাদি।

(৪) সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্য		সুপারিশ	
৪.১)	পিরিয়ডিক মেইনটেইনেন্সের অভাব ;	৪.১)	প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ পিরিয়ডিক মেইনটেইনেন্স নিশ্চিত করতে হবে ;
৪.২)	নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি ;	৪.২)	ঠিকাদারদের জামানত ফেরত প্রদানের পূর্বেই নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি জরুরী ভিত্তিতে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;
৪.৩)	প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে সুষ্ঠু নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না থাকা ; এবং	৪.৩)	স্থাপনা সমূহের টেকসই পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে ; এবং
৪.৪)	অনেক প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা ;	৪.৪)	উদ্দেশ্যেও দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ আকারের প্রকল্পে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪.৫)	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা ;	৪.৫)	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীন প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনেরেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ।
২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩.০ নির্বাহী সংস্থা : সমাজ সেবা অধিদপ্তর।
৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মূল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) সর্বশেষ সংশোধিত
মূল -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২০০০.০০ ২০০০.০০ (-)	-	১৯৮৭.৭৬ ১৯৮৭.৭৬ (-)	জুলাই' ২০০৯ হতে জুন' ২০১০	-	জুলাই' ২০০৯ হতে জুন' ২০১০	- (-%)	- (-%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১)	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯ (৯৯%)
০২)	সাহায্য মঞ্জুরী (চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য)	থোক	৭০০.০০	১৭৫০০ জন	৬৮৯.১৬ (৯৭%)
০৩)	সাহায্য মঞ্জুরী (কওমী মাদ্রাসা, লিল্ল্যাহ বোডিং ও এতিমখানার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)	থোক	৫০০.০০	৫০,০০০ জন (ছাত্র/ছাত্রী)	৫০০.০০ (১০০%)
০৪)	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	থোক	১৯৫.০০	থোক	১৯৩.৬০ (৯৯%)
০৫)	মঞ্জুরী সাহায্য (রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল ছাত্রদের জন্য)	থোক	১০০.০০	১,০০০ জন (ছাত্র/ছাত্রী)	১০০.০০ (১০০%)
০৬)	চিকিৎসা সাহায্য (ক্যান্সার রোগীদের জন্য)	থোক	৫০০.০০	১,০০০ জন (রোগী)	৫০০.০০ (১০০%)
	সর্বমোট =	-	২০০০.০০	-	

৬.০ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায়-প্রকল্পের আওতায় তেমন কোন অসমাপ্ত কাজ নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশে ১৬৫ টি চা বাগান রয়েছে, তার মধ্যে ১৪২ টি চা বাগান সিলে বিভাগে অবস্থিত। ২৩ টি চা বাগান চট্টগ্রাম বিভাগে রয়েছে। এ সকল চা বাগানে ১০ লক্ষ লোক কর্মরত রয়েছে। যার মধ্যে ৫২ শতাংশ মহিলা। প্রায় ২০০ বছর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর সিলেট জেলায় চা বাগান স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং চা বাগানের কর্মীদেরকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। এ সকল চা বাগানের কর্মীদের দৈনিক বেতন ৩২ টাকা অন্যান্য রেশন

সহায়তাসহ মাসিক ১৪৬৫.০০ টাকা, যা ৪-৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিনগণ্য। তাদের জীবন ধারনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মনে করে। তাছাড়া দেশের মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ১০ হাজরেরও বেশী। এ সকল মাদ্রাসায় প্রায় ০৪ লক্ষ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে। এ সকল শিক্ষার্থীদের ৮০ শতাংশ খুবই গরীব। এ সকল গরীব ছেলে-মেয়েরা বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে মাদ্রাসায় থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে। ফলে মাদ্রাসার নিজস্ব নিয়ম কানুন ও ক্ষেত্র বিশেষে বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে বিধায় এ সকল ছেলে-মেয়েরা সমাজের মূল ধারার সাথে মিশে না। তাই গরীব এ ছেলে মেয়েদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে সমাজের মূল কর্মকান্ডের সাথে একীভূত করা সম্ভব হবে বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আশাবাদী। পাশাপাশি রামকৃষ্ঞ মিশন ও বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা লাভে অধ্যয়নত গরীব ছেলে-মেয়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের উদ্যোগ নিতে চায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সর্বোপরি মরণব্যাধি হিসেবে স্বীকৃত গরীব ক্যান্সার রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে সরবরাহ ও সেবা, সাহায্য মঞ্জুরী (চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য), সাহায্য মঞ্জুরী (কওমী মাদ্রাসা, লিল্ল্যাহ বোডিং ও এতিমখানার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য), অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মঞ্জুরী সাহায্য (রামকৃষ্ঞ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল ছাত্রদের জন্য), চিকিৎসা সাহায্য (ক্যান্সার রোগীদের জন্য) ইত্যাদি।

৭.৩ **অনুমোদন কার্যক্রমঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি বিগত ০২-১১-২০০৯ তারিখে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) বৃহত্তর সিলেট বিভাগে চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;
খ) কওমী মাদ্রাসা/লিল্ল্যাহ বোডিং/এতিমখানার ছাত্রদের সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা ;
গ) রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ;
ঘ) রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর বর্তমান ভবন সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা ; এবং
ঙ) দরিদ্র ক্যান্সার রোগীদের আর্থিক বোঝা হ্রাসের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৭.৫ **এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৯-২০১০	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	২০০০.০০	-	১৯৮৭.৭৬০	১৯৮৭.৭৬০	-
মোট =	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	২০০০.০০	-	১৯৮৭.৭৬০	১৯৮৭.৭৬০	-

৭.৬ **প্রকল্প পরিদর্শন :**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ০২-০২-২০১১ তারিখে সিলেট অংশ প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কিছু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ (অনুচ্ছেদ-০৮), সমস্যাদি (অনুচ্ছেদ-১১) এবং সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-১২) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৭ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ**

প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
১	২	৩	৪
০১)	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, উপসচিব	১৮-১১-২০০৯	৩০-০৬-২০১০

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণঃ

৮.১ সরবরাহ ও সেবাঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.২ সাহায্য মঞ্জুরী (চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য):

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৮৯.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ১৭,৫০০ জন শ্রমিককে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শিত সিলেট জেলায় চা শ্রমিকদের নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করা হয় বলে সিলেট সমাজসেবা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

ক্র:নং	উপজেলার নাম	চা বাগানের নাম	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সিলেট সদর	লাক্কাতুরা চা বাগান	৪০০ টি	চালঃ ২০ কেজি ডালঃ ২ কেজি আলুঃ ১০ কেজি তেলঃ ২ লিটার লবণঃ ২ কেজি চিনিঃ ২ কেজি সাবানঃ ৩ টি শাড়িঃ ১ টি লুঙ্গিঃ ১ টি	৫ নং কলামে বর্ণিত মালামাল নিয়ে ১ টি প্যাকেজ গঠিত। এইরকম ৩ টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের মোট ৪০০০/- টাকার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
২	ঐ	কেওয়াছড়া চা বাগান	১৬২ টি		
৩	ঐ	দলদলী চা বাগান	২০০ টি		
৪	ঐ	মালনীছড়া চা বাগান	৩৬৮ টি		
৫	ঐ	আলীবাহার চা বাগান	৪০০ টি		
৬	ঐ	বড়জান চা বাগান	১৫০ টি		
৭	ঐ	কালাগুল চা বাগান	৩০০ টি		
		মোটঃ	২০০০ টি		

৮.৩ সাহায্য মঞ্জুরী (কওমী মাদ্রাসা, লিল্ল্যাহ বোডিং ও এতিমখানার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য):

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমুদয় অর্থ (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে এবং ৫০,০০০ জনকে (ছাত্র-ছাত্রী) সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শিত সিলেট জেলায় কওমী মাদ্রাসা, লিল্লাহ বোর্ডিং/এতিমখানার ছাত্রদের এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয় বলে সিলেট সমাজসেবা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

ক্র:নং	উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়	প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১	বিয়ানীবাজার	৩৫০ জন	৩,৫০,০০০/-
২	জকিগঞ্জ	২৫০ জন	২,৫০,০০০/-
৩	কানাইঘাট	২৬০ জন	২,৬০,০০০/-

ক্র:নং	উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়	প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
৪	জৈন্তাপুর	২০০ জন	২,০০,০০০/-
৫	গোয়াইনঘাট	৫০০ জন	৫,০০,০০০/-
৬	কোম্পানীগঞ্জ	২০০ জন	২,০০,০০০/-
৭	সিলেট সদর	৫০০ জন	৫,০০,০০০/-
৮	দ: সুরমা	৩০০ জন	৩,০০,০০০/-
৯	বিশ্বনাথ	৩০০ জন	৩,০০,০০০/-
১০	ফেঞ্চুগঞ্জ	২০০ জন	২,০০,০০০/-
১১	বালাগঞ্জ	৩০০ জন	৩,০০,০০০/-
১২	শহর সমাজসেবা	১৮২৭ জন	১৮,২৭,০০০/-
১৩	গোলাপগঞ্জ	৩৫০ জন	৩,৫০, ,০০০/-
	মোট=	৫,৫৩৭ জন	৫৫,৩৭,০০০/-

৮.৪ অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১৯৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৯৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শিত সিলেট জেলায় এ খাতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

৮.৫ মঞ্জুরী সাহায্য (রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল ছাত্রদের জন্য):

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমুদয় অর্থ (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে এবং ১,০০০ জনকে (ছাত্র-ছাত্রী) সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শিত সিলেট জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন, সিলেট কর্তৃক নির্বাচিত ৫০ জন আদিবাসি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ টাকা প্রদান করা হয়েছে বলে সিলেট সমাজসেবা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ	মোট সাহায্যের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	দলই পাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দলই পাড়া, সিলেট	৫০	১০০০/=	৫০,০০০/=
	মোট =	৫০	১০০০/=	৫০,০০০/=

৮.৬ চিকিৎসা সাহায্য (ক্যান্সার রোগীদের জন্য):

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমুদয় অর্থ (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে এবং ১,০০০ জনকে (রোগীকে) সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সিলেট জেলায় ১২ (বার) জন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে মাথাপিছু ৫০,০০০/-টাকা করে মোট ৬.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)	বৃহত্তর সিলেট বিভাগে চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;	এটি একটি আর্থিক সহায়তাধর্মী প্রকল্প। যেহেতু আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; সেহেতু উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
খ)	কওমী মাদ্রাসা/লিল্লাহ বোডিং/এতিমখানার ছাত্রদের সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা ;	
গ)	রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ;	
ঘ)	রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল এর বর্তমান ভবন সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা ; এবং	
ঙ)	দরিদ্র ক্যান্সার রোগীদের আর্থিক বোঝা হ্রাসের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ।	

১০.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u>

প্রযোজ্য নয়।

১১.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা :</u>

১১.১ চা বাগানে পণ্য সামগ্রি বিতরণের ক্ষেত্রে খাদ্য ও পণ্য সামগ্রির গুনগতমান বুঝে নিতে অসুবিধা হয়। এছাড়া খাদ্য সামগ্রী পচনশীল বিধায় দ্রুত বিতরণ করতে হয়। সকল বাগান অন্তর্ভুক্ত না করার ফলে মাল বিতরণকালে অন্য বাগানের তালিকা বহির্ভূত শ্রমিকরা সংক্ষুব্ধ হয়। ফলে বাগান মালিক ও বিতরণকারী দল বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

১১.২ অব্যয়িত মোট ১২.২৪ লক্ষ টাকা যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কি-না তা জানা যায়নি।

১২.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১২.১ অব্যয়িত মোট ১২.২৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে;

১২.২ বছরে প্রায় ০৪ (চার) মাস চা শ্রমিকগণ কর্মহীন থাকে। ফলে বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকগণ অর্থাভাবে বেশী দুরবস্থায় পতিত হয়। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় কোন কার্যক্রম গৃহীত হলে খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীর পরিবর্তে মহিলা শ্রমিকদের নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে: এবং

১২.২ এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে চা শ্রমিক, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী, দরিদ্র ক্যান্সার রোগী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকৃত হতে পারে।

এ্যাক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন হসপিটাল (সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঝিলতুলী, ফরিদপুর।
২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩.০ নির্বাহী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদফতর।
৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়** -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মূল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %) সর্বশেষ সংশোধিত
মূল -মোট -টাকা -প্রঃসাঃ	**সর্বশেষ সংশোধিত** -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
-১৮৪০.০০ -১৪৪৪.৪৮ -৩৯৫.৫২ (সংস্থা)	-২৪২৭.২৯ -১৯৪১.৪৩ -৪৮৫.৮৬ (সংস্থা)	-২৪২৬.৪২ -১৯৪০.৫৬ -৪৮৫.৮৬ (সংস্থা)	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০০৮	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০১০	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০১০	৫৮৭.২৯ (৩২%)	২ বছর (১০০%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	*২*	*৩*	*৪*	*৫*	*৬*
০১)	জনবল (সংস্থা)	০৭ জন	২৩.২৪	০৭ জন (১০০%)	২৩.২৪ (১০০%)
০২)	বিবিধ ব্যয়	থোক	১৫.১৯	থোক (১০০%)	১৫.১৯ (১০০%)
০৩)	মেশিনারী এবং যন্ত্রপাতি **(জিওবি**+সংস্থা)	১১৩৭ টি	৮০৮.২৭	১১৩৭ টি (১০০%)	৮০৭.৪০ (৯৮%)
০৪)	আসবাবপত্র (সংস্থা)	৫৫২ টি	১০.৮২	৫৫২ টি (১০০%)	১০.৮২ (১০০%)
০৫)	এ্যাম্বুলেন্স (সংস্থা)	০১ টি	১৫.০০	০১ টি (১০০%)	১৫.০০ (১০০%)
০৬)	লিফট্ (সংস্থা)	০২ টি	৮০.০০	০২ টি (১০০%)	৮০.০০ (১০০%)
০৭)	জেনারেটর (সংস্থা)	০১ টি	২০.০০	০১ টি (১০০%)	২০.০০ (১০০%)
০৮)	গ্যাস পাইপ লাইন (সংস্থা)	থোক	২০.০০	থোক (১০০%)	২০.০০ (১০০%)
০৯)	ভূমি অধিগ্রহণ (সংস্থা)	৪৭.২৫ শতক	১৯৬.৫৮	৪৭.২৫ শতক (১০০%)	১৯৬.৫৮ (১০০%)
১০)	নির্মাণ **(জিওবি)**	১৩৪৮৯ বঃমিঃ	১২৩৮.১৯	১৩৪৮৯ বঃমিঃ (১০০%)	১২৩৮.১৯ (১০০%)
	সর্বমোট =	-	**২৪২৭.২৯**	**১০০%**	**২৪২৬.৪২ (৯৮%)**

৬.০ <u>প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় কোন অসমাপ্ত কাজ নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে এর বহিঃবির্ভাগ ২৫ শয্যা দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে যা পরবর্তীতে ১৫০ শয্যা হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। এ হাসপাতালে ডায়াবেটিক ও নন ডায়াবেটিক রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। ডায়াবেটিক রোগ মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে সমস্যাগ্রস্থ করে। সেজন্য বারডেমের নীতিমালা অনুসরণ করে ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এতদ উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ, মেশিনারী এবং যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, এ্যাম্বুলেন্স, লিফট্, জেনারেটর, গ্যাস পাইপ লাইন ইত্যাদি।

৭.৩ অনুমোদন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ২২.১০.২০০৬ তারিখে মোট ১৮৪০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৪৪৪.৪৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থা-৩৯৫.৫২ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৮.০৫.২০০৮ তারিখে মোট ২৪২৭.২৯ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৪১.৪৩ লক্ষ টাকা এবং সংস্থা-৪৮৫.৮৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক)	ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যাতে রোগীরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে ;
খ)	বিভিন্ন বিভাগ যেমন-মেডিসিন, সার্জারি, ডায়া বেটোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, গাইনী ও অবস্, পেডিয়াট্রিক ও নিওনেট, ডেন্টিস্ট্রি, আই, ইএনটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান বিদ্যমান ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ ;
গ)	দরিদ্র ও যুবক শ্রেণীর ডায়াবেটিক রোগীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন ;
ঘ)	কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ;
ঙ)	ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, সেবিকা ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ; এবং
চ)	মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ।

৭.৫ এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (শুধুমাত্র জিওবি বরাদ্দ অংশ):

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৬-২০০৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০০৭-২০০৮	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০০৮-২০০৯	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৭০০.০০	৭০০.০০	-
২০০৯-২০১০	৮৪০.৫৬	৮৪০.৫৬	-	৮৪০.৫৬	৮৪০.৫৬	-	৮৪০.৫৬	৮৪০.৫৬	-
মোট =	১৯৪০.৫৬	১৯৪০.৫৬	-	১৯৪০.৫৬	১৯৪০.৫৬	-	১৯৪০.৫৬	১৯৪০.৫৬	-

৭.৬ প্রকল্প পরিদর্শন :

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২৩-০৪-২০১১ তারিখে প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কিছু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ (অনুচ্ছেদ-০৮), সমস্যাদি (অনুচ্ছেদ-১১) এবং সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-১২) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
১	২	৩	৪
০১)	জনাব মোঃ ফেরদৌস উপ-পরিচালক	১২.১০.২০০৬	২৩.০৭.২০০৭
০২)	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন সরদার উপ-পরিচালক	২৩.০৭.২০০৭	১৩.০১.২০০৮
০৩)	জনাব এস.এম আশরাফ হোসেন উপ-পরিচালক (চঃদাঃ)	২১.০১.২০০৮	১৮.০১.২০০৯
০৪)	জনাব দুলার চন্দ্র বিশ্বাস উপ-পরিচালক	১৯.০১.২০০৯	২৪.১০.২০০৯
০৫)	জনাব সাঈদ আবুল হোসেন উপ-পরিচালক	২৫.১০.২০০৯	০৩.০৩.২০১০
০৬)	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ উপ-পরিচালক	০৪.০৩.২০১০	৩০.০৬.২০১০

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণঃ

৮.১ জনবলঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০৭ জনের বিপরীতে বেতন-ভাতাদি বাবদ বরাদ্দকৃত ২৩.২৪ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.২ বিবিধ ব্যয়ঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১৫.১৯ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৩ মেশিনারী এবং যন্ত্রপাতিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ১১৩৭ টি মেডিক্যাল মেশিনারী এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২৩.২৪ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় যন্ত্রপাতিগুলো সচল অবস্থায় ব্যবহার হতে দেখা যায়।

৮.৪ আসবাবপত্রঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৫২ টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১০.৮২ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় আসবাবপত্রগুলো মান সম্পন্ন বলে মনে হয়েছে।

৮.৫ এ্যাম্বুলেন্সঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০১ টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১৫.০০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় এ্যাম্বুলেন্সটি রোগী পরিবহনের কাজে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

৮.৬ লিফট্:

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০২ টি লিফট স্থাপনের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৮০.০০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় লিফট্ দু'টি সচল অবস্থায় দেখা যায়।

৮.৭ জেনারেটরঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০১ টি জেনারেটর ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতালে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৮.৮ গ্যাস পাইপ লাইনঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১০ ভূমি অধিগ্রহণঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪৭.২৫ ডেসিমেল ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ বরাদ্দকৃত ১৯৬.৫৮ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১১ নির্মাণঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩৪৮৯.০০ বঃমিঃ নির্মাণ বাবদ বরাদ্দকৃত ১২৩৮.১৯ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ভবন নির্মান করা হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে ভবনটি দৃষ্টি নন্দন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)	ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যাতে রোগীরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে ;	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে ;
খ)	বিভিন্ন বিভাগ যেমন-মেডিসিন, সার্জারি, ডায়াবেটোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, গাইনী ও অবস্, পেডিয়াট্রিক ও নিওনেট, ডেন্টিস্ট্রি, আই, ইএনটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান বিদ্যমান ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ;	বিভিন্ন বিভাগ যেমন-মেডিসিন, সার্জারি, ডায়াবেটোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, গাইনী ও অবস্, পেডিয়াট্রিক ও নিওনেট, ডেন্টিস্ট্রি, আই, ইএনটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান বিদ্যমান ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে ;
গ)	দরিদ্র ও যুবক শ্রেণীর ডায়াবেটিক রোগীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন;	দরিদ্র ও যুবক শ্রেণীর ডায়াবেটিক রোগীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ;
ঘ)	কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ;	৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে ;
ঙ)	ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, সেবিকা ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ; এবং	ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, সেবিকা ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ; এবং
চ)	মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠান জন্য সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ।	মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

১০.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১১.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ

নির্মিত ভবনটির ৬ষ্ঠ তলায় দু'টি কক্ষের দরজার সামনে হেয়ার ক্র্যাক দেখা যায় এবং সিঁড়ির গোড়ায় দেয়ালের প্লাস্টার লোনা ধরে খসে পড়ছে। তাছাড়া চতুর্থ তলার ২/১ টি দরজার উপরে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। ৩য় তলার বাথরুমের সামনে দেয়ালে লোনা ধরেছে এবং দেয়ালে শেঁওলা জন্মেছে। ভবনটির মেঝেতে স্থাপিত টাইলস্ গুলোর ফিনিসিং/পলিসিং কাজ মান সম্পন্নভাবে করা হয়নি।

১২.০ **সুপারিশঃ**

১২.১ নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় ত্রুটি/বিচ্যুতি ঠিকাদারের জামানত ফেরৎ প্রদানের পুর্বে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক ; এবং

১২.২ হাসপাতালের বর্ধিত ভবনটির যথাযথ ব্যবহার/রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি হাসপাতাল সম্প্রসারণ, কুমিল্লা
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : শংকরপুর, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা।
২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩.০ নির্বাহী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদফতর।
৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মূল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %) সর্বশেষ সংশোধিত
মূল -মোট -টাকা -প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
-৭০৫.২৫ -৫২১.০০০ -১৮৪.২৫ (সংস্থা)	-৭০৫.২৫ -৫২১.০০০ -১৮৪.২৫ (সংস্থা)	-৬৭৭.৬৪ -৫০৩.৮২ -১৭৩.৮২ (সংস্থা)	জানুয়ারি' ২০০৭ হতে ডিসেম্বর' ২০০৮	জানুয়ারি' ২০০৭ হতে জুন' ২০১০	জানুয়ারি' ২০০৭ হতে জুন' ২০১০	- (-%)	১৮ মাস (৭৫%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১)	কর্মকর্তাদের বেতন (সংস্থা)	০৯ জন	১৪.০০	০৯ জন (১০০%)	১৪.০০ (১০০%)
০২)	ভাতাদি (সংস্থা)	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০ (১০০%)
০৩)	পরামর্শক সেবা (সংস্থা)	থোক	১২.৬৫	থোক	৯.২৩ (৭২.৯৬%)
০৪)	প্রশিক্ষণ (সংস্থা)	থোক	২.০০	থোক	১.৬৪ (৮২%)
০৫)	বিবিধ (জিওবি ও সংস্থা)	থোক	১০.০০ (সংস্থা-১.০০)	থোক	৯.৯৯ (৯৯.৯৯%)
০৬)	জমি ক্রয় (সংস্থা)	১১৮ শতক	৬২.১০	১১৮ শতক (১০০%)	৬২.১০ (১০০%)
০৭)	জমি উন্নয়ন (জিওবি)	৭০,০০০ সিএফটি	৬.০০	৭০,০০০ সিএফটি (১০০%)	৬.০০ (১০০%)
০৮)	পূর্ত নির্মাণ কাজ (৬ তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ) (জিওবি)	৫০৮৭ বঃমিঃ	৪২২.০০	২৩৬৮ বঃমিঃ (৪৬.৫৫%)	৪০৬.১৮ (৯৬.২৫%)
০৯)	মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি (জিওবি ও সংস্থা)	২২৮ টি	১২৫.০০ (সংস্থা-৫০.০০)	২১৬ টি (৯৪.৭৩%)	১২৪.০৪ (৯৯%)
১০)	আসবাবপত্র (সংস্থা)	১৩০৪ টি	১৫.০০	৮৯৭ টি (৬৮.৭৯%)	১৩.৫০ (৯০%)
১১)	অফিস যন্ত্রপাতি (জিওবি ও সংস্থা)	থোক	৮.০০	থোক	৬.৬৫ (৮৩.১২%)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১২)	পরিবহন (সংস্থা)	১ টি	২০.০০	১ টি (১০০%)	২০.০০ (১০০%)
১৩)	ইনসিনেটর (সংস্থা)	১ টি	৫.০০	১ টি (১০০%)	০.৮০ (১৬%)
	সর্বমোট =	-	**৭০৫.২৫**	**৬৩.৩১%**	**৬৭৭.৬৪ (৯৬.০৮%)**

৬.০ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ

সরেজমিনে পরিদর্শন ও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, কিছু আসবাবপত্র ক্রয়, কিছু মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার কাজটি অসমাপ্ত রয়েছে। এ বিষয়ে জানা যায় যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে আসবাবপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে দাম বেশী হওয়ায় বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ফলে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১০০% আসবাবপত্র ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, আসবাবপত্র ক্রয়ের সমুদয় ব্যয় সংস্থার অর্থায়নে করা হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে তজ্জন্য কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতির প্রচেষ্টায় ১৯৬৯ সালের গোঁড়ার দিকে কুমিল্লা শহরের কতিপয় চিকিৎসক, আইনজীবি, সাংবাদিক ও সমাজসেবী চক্ষু রোগীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য প্রথম ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে এবং চক্ষু রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমিতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখেছে যে, চক্ষু রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব বেশী যত্নবান নয়। সাধারণ গরীব মানুষ বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করে অন্যান্য গ্রামীণ গতানুগতিক চিকিৎসা গ্রহণ বেশী অভ্যস্ত। কুমিল্লা অন্ধকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠার পর এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমিতিটি সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনকৃত (নিবন্ধন নং-কুমি-৪২৬/৯১, তারিখঃ ৩০-০৪-১৯৯১) সমিতির মূল লক্ষ্য হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান এবং চক্ষু রোগের চিকিৎসা সম্প্রসারণ করা। চক্ষু শিবির এর মাধ্যমে চক্ষু সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে চাহিদার তুলনায় বর্তমানে সৃষ্ট সুযোগ অপ্রতুল। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২৫০০০ চক্ষু রোগীর অপারেশন করা হয়েছে। বর্তমানে এ চাহিদা দ্বিগুনেরও বেশী। হাসপাতালের তথ্য উপাত্ত হতে দেখা যায় প্রতি বছর ৬০ হাজার চক্ষু রোগীর চিকিৎসা সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদিসহ বিদ্যমান হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতাদি, পরামর্শক সেবা, প্রশিক্ষণ, জমি ক্রয়, জমি উন্নয়ন, পূর্ত নির্মাণ কাজ (৬ তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ), মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সংগ্রহ, ইনসিনেটর স্থাপন ইত্যাদি।

৭.৩ অনুমোদন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ২৮-০৪-২০০৭ তারিখে মোট ৭০৫.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-৫২১.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থা-১৮৪.২৫ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৯-০৬-২০০৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। দরপত্র সংক্রান্ত জটিলতা, যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০১০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) বিদ্যমান ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে সম্প্রসারণ ;

খ) বৃহত্তর কুমিল্লা পার্শ্ববর্তী জেলা নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, লক্ষীপুর ও ফেনীর জনসাধারণকে চক্ষু সেবার মান উন্নয়ন ;

গ) অত্র এলকার চক্ষু রোগের সমস্যা প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ;

ঘ) ভ্রাম্যমান চক্ষুসেবা অভিযানের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষাকরণ;

ঙ) ৩০% গরীব চক্ষু রোগীকে স্বল্প/বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং

চ) সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে জনসাধারণকে বিশেষতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ও অন্ধরোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

৭.৫ **এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৫৭.২২	৫৭.২২	-
২০০৮-২০০৯	১৭০.০০	১৭০.০০	-	১৭০.০০	১৭০.০০	-	১৬৯.৯৯	১৬৯.৯৯	-
২০০৯-২০১০	২৭৯.৬৬	২৭৯.৬৬	-	২৭৯.৬৬	২৭৯.৬৬	-	২৭৬.৬১	২৭৬.৬১	-
মোট =	৫২৪.৬৬	৫২৪.৬৬	-	৫২৪.৬৬	৫২৪.৬৬	-	৫০৩.৭৩	৫০৩.৮২	-

(বিঃদ্রঃ-অবমুক্তকৃত জিওবি অর্থের ১৭.৭৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার ৩.৫০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকায় তা সমর্পন করা হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে)

৭.৬ **প্রকল্প পরিদর্শন :**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২৬-০৩-২০১১ তারিখে প্রকল্প এলাকা এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কিছু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ (অনুচ্ছেদ-০৮), সমস্যাদি (অনুচ্ছেদ-১১) এবং সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-১২) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৭ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ**

প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
১	২	৩	৪
০১)	জনাব খবীর উদ্দিন আহমেদ উপ-পরিচালক	২০.১১.২০০৬	২৬.০৯.২০০৭ (এলপিআর)
০২)	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপ-পরিচালক	২৭.০৯.২০০৭	২৮.১২.২০০৭ (এলপিআর)
০৩)	জনাব এ.কে.এম শামছুল আলম উপ-পরিচালক (চঃদাঃ)	২৯.১২.২০০৭	১২.০১.২০০৮
০৪)	মরহুম মমতাজ আহমেদ পাটওয়ারী উপ-পরিচালক	১৩.০১.২০০৮	৩০.০৬.২০১০

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণঃ

৮.১ কর্মকর্তাদের বেতনঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০৯ জনের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১৪.০০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.২ ভাতাদিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩.৫০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৩ পরামর্শ সেবাঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত (সংস্থার নিজস্ব) ১২.৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আর্কিটেকটন প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩২ (বত্রিশ) মাস ব্যাপী পরামর্শক সেবা প্রদান করেছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৪ প্রশিক্ষণঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত (সংস্থার নিজস্ব) ২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করার মাধ্যমে লো-ভিশন এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৫ বিবিধঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত অর্থ ব্যয়ে সেমিনার, মেইনটেইন্যান্স, প্রকাশনা, সন্মানী, প্রজেক্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ ও প্রচারণার জন্য ব্যয় মিটানো হয়েছে জানা যায়।

৮.৬ জমি ক্রয়ঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১.১৮ একর জমি অধিগ্রহণের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৬২.১০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১.১৮ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৭ জমি উন্নয়নঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়কৃত জমিতে ৭০,০০০ সিএফটি মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দকৃত ৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পুরোটাই অর্জিত হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানটি নীচু হওয়ার কারণে এ মাটি ভরাটের কাজ করতে হয়েছে।

৮.৮ পূর্ত নির্মাণ কাজ (৬ তলা ভিতের উপর ৩ তলা নির্মাণ):

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০৮৭ বঃমিঃ পূর্ত নির্মাণ কাজের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৪২২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩৬৮ বঃমিঃ পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক ও দৃষ্টিনন্দন মনে হয়েছে।

৮.৯ মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ২২৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১২৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১২৪.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১৬ টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অপারেশন থিয়েটার, সিসিইউ, আইসিইউ-এ ক্রয়কৃত মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সমূহ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৮.১০ আসবাবপত্রঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ১৩০৪ টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৯৭ টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে অধিকাংশ আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, সরবরাহকৃত আসবাবপত্রসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মান সম্পন্ন বলে মনে হয়েছে।

৮.১১ অফিস যন্ত্রপাতিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৮.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে দরপত্র মূল্য কম হওয়ায় অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। অফিস যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ০১ টি ফটোকপিয়ার, ০৪ টি কম্পিউটার এবং ০৫ টি এয়ারকন্ডিশনার। অফিস যন্ত্রপাতি সমূহ চালু অবস্থায় হাসপাতালে ব্যবহার হতে দেখা যায় এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.১২ পরিবহনঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০১ টি যানবাহন ক্রয়ের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোগী পরিবহনের জন্য একটি বাস ক্রয় করা হয়েছে বলে জানা যায় যা ক্যাম্পিং এর সময় রোগী আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত যানবাহনটি সংস্থানের অর্থায়নে ক্রয় করা হয়েছে।

৮.১৩ ইনসিনেটরঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ০১ টি ইনসিনেটর বাবদ বরাদ্দকৃত (সংস্থার নিজস্ব) ৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক্কলিক ব্যয়ের চেয়ে দরপত্র মূল্য কম হওয়ায় এক্ষেত্রে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)	বিদ্যমান ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে সম্প্রসারণ ;	বিদ্যমান ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরার জন্য ০৩ (তিন) তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। এ অর্জন দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান স্বাস্থ্য সেবা বহুলাংশে সম্প্রসারিত হওয়ার মাধ্যমে অত্র এলাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের চক্ষু রোগ প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রনে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
খ)	বৃহত্তর কুমিল্লা পার্শ্ববর্তী জেলা নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, লক্ষীপুর ও ফেনীর জনসাধারণকে চক্ষু সেবার মান উন্নয়ন ;	
গ)	অত্র এলকার চক্ষু রোগের সমস্যা প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ;	
ঘ)	ভ্রাম্যমান চক্ষুসেবা অভিযানের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষাকরণ;	ভ্রাম্যমান চক্ষুসেবা অভিযানের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষাকরণ কার্যক্রম সফলভাবে চলছে ;
ঙ)	৩০% গরীব চক্ষু রোগীকে স্বল্প/বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং	৩০% গরীব চক্ষু রোগীকে স্বল্প/বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে এবং
চ)	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে জনসাধারণকে বিশেষতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ও অন্ধরোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।	এ প্রতিষ্ঠানটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে জনসাধারণকে বিশেষতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

১০.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রযোজ্য নয়।

১১.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা :</u>

১১.১ <u>পূর্ত নির্মাণ কাজে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অনুযায়ী বেশী ব্যয় :</u>

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০৮৭ বঃমিঃ পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ৪২২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০৬.১৮ লক্ষ টাকা (৯৬.২৫%) ব্যয় করা হয়। কিন্তু ৫০৮৭ বঃমিঃ পূর্ত নির্মাণ কাজের বিপরীতে মাত্র ২৩৬৮ বঃমিঃ কাজ (৪৬.৫৫%) সম্পাদন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আনুপাতিকহারে ব্যয় অনেক কম হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।

১১.২ <u>নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ</u>

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত নির্মাণকৃত ভবনটির বিভিন্ন স্থানে (যেমন-নীচ তলায় ক্যান্টিন রুম সংশ্লিষ্ট বাথরুমের দেয়ালে এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন রুমের মেঝে ইত্যাদি) ছোট-বড় হেয়ারক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া ভবনের নীচ তলার চতুর্দিকে নির্মিত সারফেস ড্রেনের ফিনিসিং কাজ ভাল হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.৩ <u>বিবিধ খাতের আওতায় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন না করে ব্যয় দেখানোঃ</u>

বিবিধ খাতের আওতায় বরাদ্দকৃত ১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২.০০ লক্ষ টাকা দ্বারা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায়। অথচ উক্ত খাতের সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১২.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১২.১ পূর্ত নির্মাণ কাজে আনুপাতিকহারে ব্যয় বেশি হওয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষন করা হল;

১২.২ নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় ত্রুটি/বিচ্যুতি ঠিকাদারের জামানত ফেরৎ প্রদানের পুর্বে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক;

১২.৩ বিবিধ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন না করার যথাযথ কারণ এ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে ; এবং

১২.৪ হাসপাতালের বর্ধিত ভবনটির যথাযথ ব্যবহার/রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অধীন ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ০১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। '' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটি সংশোধিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূল মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্পটির মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০%।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির/ হ্রাসের কারণঃ** প্রকল্পের কতিপয় অংগের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশোধনের কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ ও ধরন/প্রকৃতিঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
প্রতিস্থাপিত ৫০০টি স্পট লাইটগুলো সচল অবস্থায় থাকলেও বর্তমানে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে না। ডিসপ্লেতে বিদ্যমান লাইটগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন স্পট লাইটগুলো চালু করলে অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন হয় বিধায় এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না।	স্পট লাইটগুলো প্রতিস্থাপনের পূর্বে প্রাক জরিপের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প হাতে নিলে প্রাক জরিপ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও উন্নয়ন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০ খ্রিঃ)

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৯৯৬.৩০	৯৯৬.৩০	৮৯৮.৮৯	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০০৭	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১০	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১০	-	৩৬মাস ৩০০%

৬.০ **সাধারন পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ**

১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘর আত্মীকৃত করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান ভবন ৮০'র দশকে নির্মাণের পর ১৯৮৩ সাল থেকে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রায় বিশ হাজার বর্গমিটার মেঝে বিশিষ্ট ভবনে ৪৪টি গ্যালারি রয়েছে। প্রায় ২৭ বছর পূর্বে স্থাপিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ করা দৃঢ়ভাবে প্রয়োজন হয়েছে। বিগত ১৯/৩/২০০৩ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একই মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তারা জাদুঘরের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। সে নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের উন্নয়ন, দর্শকদের বিশেষ করে বিদেশী দর্শকদের আরামদায়কভাবে জাদুঘর প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য গ্যালারিসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন, গ্যালারিতে স্পট লাইট স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ''বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিসপ্লে গ্যালারির আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন;
খ) গ্যালারিতে স্পট লাইট বসানো এবং
গ) গ্যালারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৯৯৬.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিগত ৯-৭-২০০৭ খ্রিঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল ১লা জুলাই, ২০০৬ হতে ৩০ শে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের অন্তর্গত কয়েকটি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ০১/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় প্রকল্পটির অন্তখাত সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে সাধারণ বৈদ্যুতিক ফিডার ক্যাবল খাতে ক্যাবলের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির সংশোধনের প্রয়োজন হয়। মূল খাত ও অনুমোদিত ব্যয় ঠিক রেখে ২০/০১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় সংশোধিত প্রকল্প (আরডিপিপি) অনুমোদিত হয়।

৮.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	প্রফেসর মাহমুদুল হক মহাপরিচালক	১৬/৩/২০০৪	১২/১১/২০০৬
২।	জনাব নুর হোসেন তালুকদার মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	১২/১১/২০০৬	১০/১২/২০০৬
৩।	জনাব কাজী আকতার হোসেন মহাপরিচালক	১০/১২/২০০৬	০২/৪/২০০৭
৪।	জনাব সমর চন্দ্র পাল মহাপরিচালক	৮/৪/২০০৭	৪/৩/২০০৯
৫।	জনাবা আলম আরা বেগম মহাপরিচালক (চলিত দায়িত্ব)	৫/৩/২০০৯	২৪/৪/২০০৯
৬।	জনাব শফিকুল আজম মহাপরিচালক	২৫/৪/২০০৯	৯/০২/২০১০
৭।	জনাব প্রকাশ চন্দ্র দাস মহা-পরিচালক	০৯/০২/২০১০	৩০/৬/২০১০

৯.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও আধুনিকায়ন এর লক্ষক্ষ্য প্রকল্পের আওতায় গ্যালারিতে স্পট লাইট বসানো, গ্যালারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ক্রয়, অডিটরিয়ামে সাউন্ড সিস্টেম প্রতিস্থাপন, বিদ্যমান ৩৬০টন কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করাই প্রকল্পের মুল কার্যক্রম।

১০.০ **প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতিঃ**

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট	টাকা		
২০০৬-০৭	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৫০
২০০৭-০৮	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৮৭
২০০৮-০৯	৩০০.০০	৩০০.০০	২৮১.৬০	২৮০.৪৪
২০০৯-১০	৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	৪৬৮.০৮
মোটঃ	১২১৫.০০	১২১৫.০০	১১৯৬.০০	৮৯৮.৮৯

বিঃদ্রঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও অবমুক্ত টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশী হলেও অব্যয়িত টাকা চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১০.১ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.		২.	৪.	৫.	৬.	৭.
১।	প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	১০০%
২।	বিবিধ ব্যয়	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	১০০%
৩।	স্প্লিট টাইপ এসি প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	৪৪১.৯০	১৪০টি	৪৪১.৩০	১০০%
৪।	১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-	সংখ্যা	৫৮.৪০	১টি	৫৪.২৫	১০০%

ক্রঃ নং	অংঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	স্টেশন					
৫।	২০০ কেভিএ জেনারেটর (প্রয়োজনীয় তার ও আনুষঙ্গিক মালামাল)	সংখ্যা	৫৮.৬০	১টি	৫৮.৬০	১০০%
৬।	ডিসপ্লে লাইট (৩০০ ওয়াট ডিমারসহ ট্র্যাক মাউন্ডটেড স্পট লাইট)	সংখ্যা	৫৮.২৬	৫০০টি	৫৮.২৬	১০০%
৭।	অডিটরিয়ামের সাউন্ড সিষ্টেম	সেট	১৬.০০	থোক	১৬.০০	১০০%
৮।	অডিটরিয়ামের স্টেজ লাইট	সেট	৩০.০০	থোক	-	-
৯।	সাধারন বৈদ্যুতিক কাজ ফিডার ক্যাবলসহ (নিম্নচাপের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, আরএমইউ সংস্থাপন)	সেট	১০৬.৪০	থোক	১০৬.১৯	১০০%
১০।	বিদ্যমান ৩৬০ টন সেন্ট্রাল এসির সংস্কার, সুষমকরণ ও আধুনিকায়ন	সেট	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০	১০০%
১১।	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ (পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্কার)	সেট	১৩.০০	থোক	১২.৯৪	১০০%
১২।	গ্যালারী সমূহের আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধন	সেট	১১৮.৬৪	থোক	৮৪.৬১	৭৫%
১৩।	লবি, সিড়ি ও বাথরুমের সংস্কার এবং টাইলস বসানো	থোক	৪৪.৬০	থোক	১৬.৭০	৩৮%
	মোটঃ		**৯৯৬.৩০**		**৮৯৮.৮৯**	

১০.২। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে পিআইসির সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিটরিয়ামের স্টেজ লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়নি বলে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। গ্যালারি সমূহের আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধন অঙ্গে আংশিক কাজ বাকী এবং লবি, সিঁড়ি, বাথরুমের সংস্কার কাজ ও টাইলস বসানো অঙ্গে শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে পিসিআরএ প্রাপ্ত তথ্য ও পরিদর্শনে জানা যায়। ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে।

১১.০। **পরিদর্শিত এলাকাঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষক্ষ্য আইএমইডি কর্তৃক গত ৭/৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জাতীয় জাদুঘরের উপ-সচিব জনাব ফারুক হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মনিরুল ইসলাম, এয়ারকন্ডিশন ইঞ্জিনিয়ার জনাব সেলিম আহমেদ এবং স্থাপত্য নক্শাবিদ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

১১.১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১১.২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন খাত বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উহার বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ২৮/৬/২০১০ ও ৩০/৬/২০১০ তারিখে দুটি সভায় মিলিত হয়ে মুল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেন বলে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১১.৩। বিবিধ ব্যয়ঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে বিবিধ খাত বাবদ ২.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। যা প্রদত্ত পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১১.৪। স্প্লিট টাইপ এসি প্রতিস্থাপনঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে স্পিন্নট টাইপ এসি প্রতিস্থাপন বাবদ ৪৪১.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৪৪১.৩০ লক্ষ টাকা। ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১৪০টি স্প্লিট টাইপ এসি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এসি গুলো সচল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.৫। ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন বাবদ ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে ৫৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ট্রান্সফরমার, এইচটি ও এলটি প্যানেল, সুইচগিয়ার এবং পিএফআই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১১.৬। ২০০ কেভিএ জেনারেটরঃ ডিপিপিতে ২০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক জেনারেটর প্রতিস্থাপন বাবদ ৫৮.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ইহার পুরো টাকাই খরচ হয়েছে এবং জেনারেটর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১১.৭। ডিসপেস্ন লাইটঃ প্রকল্পের আওতায় (৩০০ ওয়াট ডিমারসহ ট্র্যাক মাউন্ডটেড স্পট লাইট) বাবদ ৫৮.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার পুরো টাকাই খরচ করা হয়েছে। ৫০০টি স্পট লাইট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে লাইটগুলো ব্যবহার হচ্ছে না। লাইটগুলো চালু করলে অতিরিক্ত উত্তাপ অনুভূত হয় বিধায় লাইটগুলো ব্যবহার হচ্ছে না। ৩০০ ওয়াটের পরিবর্তে ১০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডীমলাইট ব্যবহার করলে অধিকতর উপকার হতো বলে সংস্থার কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

১১.৮ অডিটরিয়ামের সাউন্ড সিষ্টেমঃ ডিপিপিতে এখাতে ১৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ইহার পুরোটাকাই খরচ হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা মিক্সিং কনসাল, এমপিস্নফায়ার, সাউন্ড সিষ্টেম কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১১.৯। সাধারন বৈদ্যুতিক কাজ ফিডার ক্যাবলসহঃ প্রকল্পের আওতায় এখাতে বরাদ্দ ছিল ১০৬.৪০ লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ১০৬.১৯ লক্ষ টাকা। নিম্নচাপের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক ক্যাবল প্রতিস্থাপন পূর্বক আরএমইউতে সংযোগ করা হয়েছে।

১১.১০। বিদ্যমান ৩৬০ টন সেন্ট্রাল এসির সংস্কার, সুষমকরণ ও আধুনিকায়নঃ ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে পুরোটাকাই খরচ হয়েছে। বিদ্যমান সেন্ট্রাল এসির সংস্কার করা হয়েছে। নতুন ৬টি মটর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১১.১১। গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগঃ ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৩.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ১২.৯৬ লক্ষ টাকা।

১১.১২। গ্যালারী সমূহের আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনঃ ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ১১৮.৬৪ লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ৮৪.৬১ লক্ষ টাকা। উক্ত অঙ্গে আংশিক কাজ বাকী রয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা নতুন ডিসপেস্ন, বিদ্যমান ডিসপেস্নর সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ডিওরেমা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

১১.১৩। লবি, সিঁড়ি ও বাথরুমের সংস্কার এবং টাইলস বসানোঃ ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ৪৪.৬০ লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ১৬.৭০ লক্ষ টাকা। এ অঙ্গের শতভাগ সম্পন্ন হয়নি। সিঁড়ি এবং লবিতে টাইলস প্রতিস্থাপন করা হয়নি। তবে বাথরুমের সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিসপ্লে গ্যালারির আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন;	ক) বংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিসপেস্ন গ্যালারির আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
খ) গ্যালারিতে স্পট লাইট বসানো এবং	খ) গ্যালারিতে স্পট লাইট বসানো হয়েছে।
গ) গ্যালারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন।	গ) গ্যালারিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলেও অধিকাংশই অর্জিত হয়েছে।

১৪.০ <u>সমস্যাঃ</u>

১৪.১ **ত্রুটিপূর্ণ পিসিআরঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআরটির কোন কোন ক্ষক্ষত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- পিসিআর এর A. ৮নং অঙ্গে সংশোধিত বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১০ দেখানো এবং B. 05 অঙ্গে আর্থিক অগ্রগতির কলামে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য দেখানো হয়েছে অন্যদিকে বাস্তব অগ্রগতির কলামে আর্থিক অগ্রগতির তথ্য দেখানো হয়েছে, যা বিভ্রান্তিকর।

১৪.২ **স্পট লাইট ব্যবহার না করাঃ** প্রতিস্থাপিত ৫০০টি স্পট লাইটগুলো সচল অবস্থায় থাকলেও বর্তমানে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে না। ডিসপেন্সতে বিদ্যমান লাইটগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন স্পট লাইটগুলো চালু করলে অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন হয় বিধায় এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না।

১৪.৩ **বিলম্বে মূল্যায়নঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত। প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য গঠিত মুল্যায়ন কমিটি গত ২৮/৬/২০১০ ও ৩০/৬/২০১০ তারিখে দুইটি সভায় মিলিত হয়ে মুল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেন। প্রকল্প মেয়াদ শেষে কিভাবে মুল্যায়ন হলো তা বোধগম্য নয়।

১৫.০ সুপারিশঃ

১৫.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভূল প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৫.২ স্পট লাইটগুলো প্রতিস্থাপনের পূর্বে প্রাক জরিপের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প হাতে নিলে প্রাক জরিপ করা আবশ্যক।

১৫.৩ প্রকল্প সমাপ্তির তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি কিভাবে সম্পন্ন করা হলো তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। যথাযথ সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির মুল্যায়ন করলে উহার আউটপুট অনুধাবন করা অধিকতর ফলপ্রসূ হতো বলে মনে হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ০৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
সমাপ্ত ৩টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই মূল অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল অতিক্রম করেছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন, অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী এডিপি-তে বরাদ্দ প্রদান না করা ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
(১) ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী।	(১) ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর প্রবণতা পরিহার করতে হবে।
(২) নির্মিত ভবনসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনা সার্বক্ষণিক দেখাশুনার কেউ নেই বলে প্রতীয়মান হয়েছে।	(২) ভবনসমূহসহ সকল স্থাপনা দেখাশুনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে হাই সিকিউরিটি প্রিজন নির্মাণ (সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : কাশিমপুর, গাজীপুর।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৫১৫৯.১২	৭৫১০.৮৬	৬০০১.৪৫	ফেব্রুয়রী,০৬ হতে জুন, ২০০৮	ফেব্রুয়রী,০৬ হতে জুন, ২০১০	ফেব্রুয়রী,০৬ হতে জুন, ২০১০	২৩৫১.৭৪ (৪৫.৫৮%)	২৪ মাস (১০০%)

৬.০ **<u>সাধারন পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৬.১ **<u>পটভূমিঃ</u>** বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কারাগারসমূহে কনডেম্ড সেলে আসামীর ধারণ ক্ষমতা অপ্রতুল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৪ আগষ্ট ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ আসামীদের জন্য ১০০০ জন কারাবন্দী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি High Security Prison নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মূল প্রকল্পটি ২২-০২-২০০৬ তারিখে ৫১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সময়মত প্রকল্পের কার্যক্রমের বিপরীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত মেয়াদকালে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ও জুন,২০০৮ এ নতুন পিডব্লিউডি'র সিডিউল দর প্রকাশ করে। ফলে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিগত ২৭-০৩-২০০৮ তারিখে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৭৫.১১ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারী,২০০৬ হতে জুন,২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৯-০৫-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৭.২। **<u>উদ্দেশ্যঃ</u>**

ক) প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে দুর্ধর্ষ এবং মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ১০০০ জন বন্দী ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট অধিক নিরাপত্তা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ করাই প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭.৩ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পটি ২২-০২-২০০৬ তারিখে ৫১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সময়মত প্রকল্পের কার্যক্রমের বিপরীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত মেয়াদকালে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ও জুন,২০০৮ এ নতুন পিডব্লিউডি'র সিডিউল দর প্রকাশ করে। ফলে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিগত ২৭-০৩-২০০৮ তারিখে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৭৫.১১ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারী,২০০৬ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত সহ সংশোধিত ডিপিপি গত ১৯-০৫-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪ **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>** এ প্রকল্পের আওতায় ৪ তলা ভিতসহ তিনতলা ১টি ষ্টাফ ব্যারাক, ৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা বিশিষ্ট ১০০০ আসামীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০টি কারাগার ভবন, ইন্টারভিউ ব্লক, ৫ তলা ভিতসহ ৫ তলা ৪ ইউনিট

বিশিষ্ট ১০০০ বর্গফুটের কোয়াটার ১টি, ১০ ইউনিট বিশিষ্ট ৮০০ বর্গফুটের কোয়ার্টার ১টি, ৬০ ইউনিট বিশিষ্ট ৬০০ বর্গফুটের কোয়ার্টার ৬টি, গোডাউন, কিচেন, ফ্লাওয়ার মিল, ৩০০ জনের এস, এম ব্যারাক চার তলা ৩টি ভবন, অভ্যন্তরীন রাস্তা, ১০ বেডের মেডিকেল ইউনিট, ৪ তলা ভিতসহ দোতলা প্রশাসনিক ভবন, ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

৭.৫ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

৭.৬

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	কে.এম মোজাম্মেল হক	২২-০২-২০০৬	২২-১১-২০০৬
২।	তোরাজ উদ্দিন	২৩-১১-২০০৬	০২-১২-২০০৬
৩।	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	০৩-১২-২০০৬	১৫-০৫-২০০৭
৪।	তোরাজ উদ্দিন	১৬-০৫-২০০৭	৩০-০৫-২০০৭
৫।	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	৩১-০৫-২০০৭	১০-১১-২০০৭
৬।	মোঃ মজিবুর রহমান	১১-১১-২০০৭	২২-১২-২০০৭
৭।	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	২৩-১২-২০০৭	১৩-০৯-২০০৮
৮।	মোঃ মজিবুর রহমান	১৪-০৯-২০০৮	০১-১১-২০০৮
৯।	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	০২-১১-২০০৮	৩০-০৬-২০১০

৮.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
01.	Preparation of DPP & RDPP drawings calling of tender	Ls	7.00	Ls	5.32 (76%)	Ls
02.	Honorarium for TEC	Ls	0.50	Ls	--	Ls
03.	Honorarium for PIC	Ls	0.75	Ls	--	Ls
04.	Preparation of Architectural drawing, printing stationeries	Ls	3.00	Ls	3.00 (100%)	Ls
05.	Repair and maintenance of inspection vehicle of PWD & PD	Ls	6.00	Ls	3.66 (61%)	Ls
06.	Testing of materials & Soil	Ls	8.11	Ls	3.11 (38%)	Ls
07.	Fuel and lubricates of PWD	Ls	5.73	Ls	4.15 (72%)	Ls
08.	Administrative bldg	Sqm	167.60	836.12	161.81 (96%)	836.12 (100%)
09.	Interview block	Sqm	60.03	343.73	49.87 (83%)	343.73 (100%)
10.	High security prisoner's cell (1-10)	Sqm	2827.13	21010.00	2672.53 (94%)	21010.00 (100%)
11.	Staff Prisoner's	Sqm	184.15	1532.88	141.47 (77%)	1532.88 (100%)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
12.	1000 Sft staff quarter-4 unit	Sqm	92.80	487.76	75.25 (81%)	487.76 (100%)
13.	800 Sft staff quarter-10 units	Sqm	132.23	882.58	91.00 (69%)	882.58 (100%)
14.	600 Sft staff quarter-60 units	Sqm	599.19	4180.68	562.30 (94%)	4180.68 (100%)
15.	300 SM barack	Sqm	698.37	3971.60	517.43 (74%)	3971.60 (100%)
16.	10 bedded M.I. Unit	Sqm	68.89	232.26	57.51 (83%)	232.26 (100%)
17.	Godown	Sqm	62.90	469.15	62.59 (99%)	469.15 (100%)
18.	Kitchen-2 Nos	Sqm	142.44	799.70	123.01 (86%)	799.70 (100%)
19.	Saloon 3nos 1-storied building with storied foundation	Sqm	49.97	278.70	53.00 (106%)	278.70 (100%)
20.	Lilen, store, laundry and washing plant	Sqm	125.46	650.31	79.55 (63%)	650.31 (100%)
21.	Open bath 1 nos	Sqm	18.00	92.90	7.10 (39%)	92.90 (100%)
22.	Flower mil	Sqm	17.13	92.90	16.99 (99%)	92.90 (100%)
23.	Day time latrine	Sqm	19.50	92.90	11.18 (57%)	92.90 (100%)
24.	Gallows	Sqm	18.00	92.90	3.95 (22%)	92.90 (100%)
25.	Electric Sub-station building	Sqm	23.33	167.22	18.25 (78%)	167.22 (100%)
26.	Compound drain	Rm	129.49	1136.85	56.13 (43%)	1136.85 (100%)
27.	16 height perimeter wall	Rm	191.47	628.17	123.09 (64%)	628.17 (100%)
28.	8 height segregation wall	Rm	324.56	3181.96	171.26 (53%)	3181.96 (100%)
29.	11 height M.S grill fencing	Rm	192.97	1066.74	132.15 (68%)	1066.74 (100%)
30.	Internal road	Sqm	212.72	9977.70	140.68 (66%)	6559.40 (65%)
31.	Barbed wire fencing	Sqm	7.39	1186.82	--	--
32.	Observation tower	Ls	56.00	Ls	24.22 (43%)	Ls
33.	Heavy type main gate 2nos	Ls	24.00	Ls	18.53 (77%)	Ls
34.	Gas miter & regulator room	Ls	2.39	Ls	--	Ls

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
35.	Arboriculture	Ls	5.00	Ls	5.00 (100%)	Ls
36.	External water Supply	Ls	75.00	Ls	74.91 (99.88%)	Ls
37.	External gas	Ls	24.89	Ls	24.51 (98%)	Ls
38.	Flower machine	Ls	2.50	Ls	2.25 (90%)	Ls
39.	750 KVA sub-station including PDB charge	--	115.50	--	99.97 (86%)	--
40.	400 KVA Generator set.	--	63.00	--	53.69 (85%)	--
41.	H.T cable L.T Feeder cable	--	180.00	--	167.76 (93%)	--
42.	Fire Extinguisher	--	5.25	--	5.18 (98%)	--
43.	Security alam & barabed wire fencing	Sqm	30.00	--	29.00 (96%)	--
44.	Furniture for Jail & hosp	Ls	50.00	Ls	49.98 (99%)	Ls
45.	Security equipment (Walky-talky, Hand metal detector, arch way metal detector, Explosive detector, intercom system, microphone syse)	Ls	80.00	Ls	74.28 (93%)	Ls
46.	Physical Contingency (0.80%)	--	45.00	--	24.83 (55%)	--
47.	Price Contingency.	--	355.52	--	--	--
	Total =	--	7510.86	--	6001.45 (80%)	--

১০.২। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ** গ্যাস মিটার ও রেগুলেটার রুম বাবদ ২.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। এক্ষেত্রে জানানো হয়েছে যে, একই ক্যামপাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুরূপ ভবন নির্মিত হয়েছে যা বিবেচ্য জেল খানার কাজেও ব্যবহৃত হবে বিধায় এটি নির্মাণ করা হয়নি। বার্বড ওয়্যার ফেন্সী খাতে ৭.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ সহ ১১৮৬.৮২ বর্গমিটার নির্মাণের কথা থাকলেও এটি নির্মাণের প্রয়োজন হবে না বিধায় এ কাজটি করা হয়নি। অন্য কোন কার্যক্রম অসমাপ্ত/অবাস্তবায়িত রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়না।

১১.০। **পরিদর্শিত এলাকাঃ** গত ২৫-০৫-২০১১ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

১১.১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ** প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ গুলোর মধ্যে প্রসাসনিক ভবন, ইন্টারভিউ ব্লক, প্রিজনার্স সেল (১০টি), ষ্টাফ কোয়াটার, এসএম ব্যারাক, এমআই ইউনিট, গোডাউন, কিচেন, সেলুন, রিলেন ষ্টোর, ওপেন বার্থ, ফ্লাওয়ার মিল, সাব-ষ্টেশন, কমপাউন্ড ড্রেন, পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল, অভ্যন্তরীন রাস্তা, অবজারভেশন টাওয়ার, ৪০০ কেভিএ জেনারেটর ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে দুর্ধর্ষ এবং মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ১০০০ জন বন্দী ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট অধিক নিরাপত্তা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ করাই প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হচ্ছে যে, নির্ধারিত পরিমাণ আসামী নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

১৩। <u>উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১৪। <u>সমস্যাঃ</u>

১৪.১ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রশসনিক ভবনের ছাদে প্রচুর পানি জমে রয়েছে। এ পানি ইলেকট্রিক লাইন বেয়ে দোতলার করিডোরে পড়ছে। এ বিষয়টিসহ সার্বক্ষণিক দেখাশোনার কেউ নেই। প্রশাসনিক ছাদের দেয়ালে প্লাষ্টার উঠে যাচ্ছে। ছাদের একটি ফ্যানের ব্লেড ভাঙ্গা/বাঁকা।

১৪.২ সেগ্রিগেশন ওয়ালে রং উঠে গেছে;

১৪.৩ Gallow এর ব্রিক ষ্ট্রাকচার এ ক্র্যাক রয়েছে;

১৪.৪ সাক্ষাৎকার ব্লকের সামনের রাস্তা কাঁটা;

১৪.৫ পেরিমিটার ওয়ালের বাইরে সার্ভেসে ক্যাবল টানার জন্য যে খোঁড়াখুড়ি হয়েছে তা ভরাট করা হয়নি;

১৪.৬ জুন,২০১০ এ প্রকল্পটি শেষ হলেও দীর্ঘ প্রায় ১ বছরেও হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়নি। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে বেশ কিছু স্ট্রকচার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বড় বড় আগাছায় ওয়াকওয়ে/রাস্তা জুড়ে রয়েছে। তাছাড়া রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে জিনিস পত্র চুরি হয়েও যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। বড় কোন আইটেম চুরি হয়ে গেলে ঠিকাদার কর্তৃক তা আর সরবরাহ করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে;

১৪.৭ Saloon 3nos 1-storied building with storied foundation খাতের বরাদ্দ ৪৯.৯৭ লক্ষের বিপরীতে একই কাজের জন্য ৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এ ব্যয় বৃদ্ধির কোন কারণ দর্শানো হয়নি;

১৪.৮ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি খাতের বরাদ্দ ৪৫.০০ এর বিপরীতে ২৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর কোন বিভাজন উল্লেখিত হয়নি।

১৫। <u>সুপারিশ :</u>

১৫.১ ভবনসমূহসহ সকল স্থাপনা দেখাশুনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৫.২ ক্ষতিগ্রস্থ ফ্যানসহ অন্যান্য আইটেম প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন;

১৫.৩ সেগ্রিগেশন ওয়ালসহ সকল বাহ্যিক দেয়াল পুনরায় রং করে দেয়ার প্রয়োজন হবে;

১৫.৪ Gallow এর ব্রিক ষ্ট্রাকচার এ ক্র্যাক সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন;

১৫.৫ সাক্ষাতকার ব্লকের সামনের রাস্তা ভরাট/কার্পেটিং করা প্রয়োজন;

১৫.৬ পেরি মিটার ওয়ালের বাইরে সার্ভেসে ক্যাবল টানার জন্য যে খোঁড়াখুড়ি হয়েছে তা ভরাট করা প্রয়োজন;

১৫.৭ অনতি বিলম্বে কারাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জেল খানাটির হস্তান্তর গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৫.৮ হস্তান্তর গ্রহণের পূর্বেই বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আবাসিক ভবনসমূহের কয়েকটিতে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী বসবাস শুরু করেছেন বলে দেখা গেছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহ যথাযথ নিয়মকানুন প্রতিপালন সাপেক্ষে উক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে কিনা জেল কর্তৃপক্ষ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা ক্ষতিয়ে দেখবে;

১৫.৯ Saloon 3nos 1-storied building with storied foundation খাতের বরাদ্দ ৪৯.৯৭ লক্ষের বিপরীতে একই কাজের জন্য ৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয় বৃদ্ধির কারণ অবহিত করা প্রয়োজন;

১৫.১০ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি খাতের বরাদ্দ ৪৫.০০ এর বিপরীতে ২৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এ খাতে ব্যয়ের বিভাজন দেখানো আবশ্যক; এবং

১৫.১১ উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের আলোকে কারাগার কর্তৃপক্ষ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিডিআর হাসপাতাল স্থাপন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (১ম সংশোধিত) (সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বাইতুল ইজ্জত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ নির্বাহী সংস্থা : বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মূল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তুবায়নকালের %) সর্বশেষ সংশোধিত
মূল -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪১০৪.৭০ ৪১০৪.৭০ (-)	৪৫১৪.৯৩ ৪৫১৪.৯৩ (-)	৪৪০৯.৩১ ৪৪০৯.৩১ (-)	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০০৯	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০১০	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন' ২০১০	- (-%)	১ বছর (৩৩%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১)	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	-	৪.৬১	-	৩.২২ (৭০%)
০২)	রেজিস্ট্রেশন ফি, পিওএল, স্টেশনারী, বিজ্ঞাপন	-	১৪.০০	-	৬.৩০ (৪৫%)
০৩)	ইউটেনসিলস্ এন্ড ক্রোকারিজ	১২৮১ টি	৩.১২	১২৮১ টি (১০০%)	৫.৭০ (১৮৩%)
০৪)	হাসপাতাল লাইনস্	২৬১৮	১৬.৫৮	২৬১৮ (১০০%)	২০.৪০ (১২৩%)
০৫)	কনসালটেন্সি	-	১৭১.০০	-	১৭০.৬৩ (৯৯.৭৮%)
০৬)	সম্মানী	-	২.০০	-	১.৯৯ (৯৯.৫০%)
০৭)	ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার সামগ্রি	০১ টি	৩.২০	০১ টি (১০০%)	৩.১৯ (৯৯.৬৯%)
০৮)	কমিটি মিটিং, আপ্যায়ন, কন্টিনজেন্সি, প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র	-	৩.০০	-	১.৯৯ (৬৬.৩৩%)
০৯)	যানবাহন, হসপিটাল যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্ল্যান্ট এবং আসবাবপত্র	৩৪৩৯ টি	১১৫০.২১	৩৪৮৬ টি (১০০%)	১০৮৫.৩২ (৯৪.৩৬%)
১০)	ভূমি উন্নয়ন	০১	১৫.০০	০১ (১০০%)	১৫.০০ (১০০%)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১১)	৮ ইউনিট অফিসার্স কোয়াটার, নার্স কোয়াটার, অন্যান্য স্টাফ কোয়াটার, চতুর্থ শ্রেণীর কোয়াটার ইত্যাদি।	০৮ ইউনিট	৯৭৫.৪৪	০৮ ইউনিট (১০০%)	৯৭৫.০৬ (৯৯.৯৬%)
১২)	ডাইনিং ও কিচেনসহ এস,এম ব্যারাক	০১ টি	২৯২.৪৮	০১ টি (১০০%)	২৯২.৩৯ (৯৯.৯৭%)
১৩)	৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন	০১	৮৯৩.০৯	০১ (১০০%)	৮৮৮.৮৮ (৯৯.৫৩%)
১৪)	আইসোলেশন ওয়ার্ড	০১	৩২.৬২	০১ (১০০%)	৩২.৫৩ (৯৯.৭৩%)
১৫)	হাসপাতালের জন্য কিচেন এবং স্টোর	০১	২৭.২৮	০১ (১০০%)	২৭.২৫ (৯৯.৯৮%)
১৬)	লন্ড্রি, সাব-স্টেশন এবং পাম্প হাউজ	০২	৩৯.৩৩	০২ (১০০%)	৩৭.৬৫ (৯৬%)
১৭)	ড্রাইভার রুমসহ এমটি গ্যারেজ, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্লান্ট রুম, সীমানা প্রাচীর, টিউবওয়েল এবং পাম্প হাউজ	০৪	১৫৪.২২	০৪ (১০০%)	১৫৩.৪৬ (৯৯.৫১%)
১৮)	মেইন সারফেস ড্রেন, জেনারেটর রুম, আরসিসি রাস্তা, পাম্প ও মটরসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার, বহিস্থঃ পানির সরবরাহ	০৪	৭১.৭৫	০৪ (১০০%)	৬৭.৭১ (৯৪%)
১৯)	বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ	০১	৩০.০০	০১ (১০০%)	২৫.০০ (৮৩.৩৪%)
২০)	প্রধান গেট এবং গেট হাউজ	০১	২০.০০	০১ (১০০%)	১৯.৯৯ (৯৯.৯৮%)
২১)	গ্যাস লাইন	০১	৫.০০	-	-
২২)	হসপিটাল লিফট্	০২ টি	১২০.০০	০২ টি (১০০%)	১০৮.০০ (৯০%)
২৩)	১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন	০১ টি	৪১১.০০	০১ টি (১০০%)	৪০৭.২০ (৯৯%)
২৪)	৫০০ কেভিএ জেনারেটর	০১ টি	৬০.০০	০১ টি (১০০%)	৫৯.৯৯ (৯৯%)
	সর্বমোট =	-	৪৫১৪.৯৩	-	৪৪০৮.৮৫ (৯৭.৬৪%)

৬.০ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় তেমন কোন অসমাপ্ত কাজ নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর ৫০,০০০ সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য ঢাকার পিলখানায় ০১ টি মাত্র হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে সারা বছর রোগীর চাপ থাকে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলে ''৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিডিআর হাসপাতাল স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত হাসপাতালটি স্থাপিত হলে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রায় ১৫,০০০ বিডিআর সদস্য এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বাইতুল ইজ্জত, চট্টগ্রাম এ কর্মরত বিডিআর কর্মকর্তা ও সৈনিক এবং ট্রেনিং

সেন্টারে নবনিযুক্ত সৈনিকদের প্রশিক্ষণকালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া হাসপাতালটি স্থাপিত হলে তা এলাকার সাধারণ জনগণকে অন্তঃবিভাগসহ বহিঃবিভাগের জরুরী জীবনরক্ষাকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে সমর্থ হবে।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, রেজিস্ট্রেশন ফি, পিওএল, স্টেশনারী ও বিজ্ঞাপন, ইউটেনসিলস্ এন্ড ক্রোকারিজ, হাসপাতাল লাইনস্, কনসালটেন্সি, সম্মানী, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার সামগ্রী, কমিটি মিটিং/আপ্যায়ন, কন্টিনজেন্সি, প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র যানবাহন, হসপিটাল যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি, অন্যান্য সরঞ্জামাদি, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র, ভূমি উন্নয়ন, ৮ ইউনিট অফিসার্স কোয়ার্টার, নার্স কোয়ার্টার, অন্যান্য স্টাফ কোয়ার্টার, চতুর্থ শ্রেণীর কোয়ার্টার, ডাইনিং ও কিচেনসহ এস,এম ব্যারাক, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন, আইসোলেশন ওয়ার্ড, হাসপাতালের জন্য কিচেন এবং স্টোর, লন্ডি, সাব-স্টেশন এবং পাম্প হাউজ, ড্রাইভার রুমসহ এমটি গ্যারেজ, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্লান্ট রুম, সীমানা প্রাচীর, টিউবওয়েল এবং পাম্প হাউজ, মেইন সারফেস ড্রেন, জেনারেটর রুম, আরসিসি রাস্তা, পাম্প ও মটরসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার, বহিস্থঃ পানির সরবরাহ, বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ, প্রধান গেট এবং গেট হাউজ, গ্যাস লাইন, হসপিটাল লিফট্, ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন, ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ইত্যাদি।

৭.৩ **<u>অনুমোদন কার্যক্রমঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটির মূল ডিপিপি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪১০৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিগত ১৪-০৯-২০০৬ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯। পরবর্তীতে গত ২৪-০৯-২০০৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব মোট ৫৪.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদনার্থে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধিত প্রস্তাবের উপর গত ০২-১১-২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪.৭৭ কোটি টাকা হতে ৯.৬২ কোটি টাকা হ্রাস করে ৪৫.১৫ কোটি টাকায় পুনর্গঠন করে আরডিপিপি গত ১৯-০১-২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত। উক্ত সংশোধিত প্রস্তাবে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী নির্মাণাধীন হাসপাতালে Hospital Waste Disposal Plant (২৫০.০০ লক্ষ টাকা) এর পরিবর্তে ৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Hospital Waste Incinerator স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের টেকনোলজির পরিবর্তে অন্য ধরনের টেকনোলজি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে, মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ১ম সংশোধিত প্রস্তাবে মোট ব্যয় ৯% বৃদ্ধি পেলেও হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উক্ত পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটির সংশোধিত প্রস্তাব মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় প্রকল্পটি গত ২৭-০১-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'একনেক' সভায় বিবেচিত হয়। 'একনেক' সভায় প্রকল্পটির উপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

''<u>৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিডিআর হাসপাতাল স্থাপন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম'' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪৫১৪.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে *Hospital Waste Disposal Plant* সহ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদের বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হলো</u>''।

৭.৪ **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ী এলাকাস্থ ০৩ টি সেক্টর ও ১৪ টি ব্যাটালিয়নে কর্মরত বাংলাদেশের রাইফেলস্ এর প্রায় ১৫,০০০ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ;

খ) রাইফেল্স ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বাইতুল ইজ্জত, চট্টগ্রাম-এ কর্মরত বাংলাদেশ রাইফেল্স এর কর্মকর্তা ও সৈনিক এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত সৈনিকদের শারীরিক প্রশিক্ষণকালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ;

গ) রাইফেল্স ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলের ছাত্রদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে স্বাস্থ্য পরিচর্যার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

ঘ) বাংলাদেশ রাইফেল্স এর সৈনিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নৈতিকতার মান সমুন্নত করা ; এবং

ঙ) রাইফেল্স ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী জেলায় বসবাসরত সাধারণ জনগণকে বহিঃবিভাগের জরুরী জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা এবং ১০% অন্তঃবিভাগ বেড স্থানীয় জনসাধারণের সাধারণ চিকিৎসার জন উন্মুক্ত রাখা।

৭.৫ **এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৬-২০০৭	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	৫০০.০০	-
২০০৭-২০০৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	১২৭১.৯২	১২৭১.৯২	-
২০০৮-২০০৯	৯৬৭.০০	৯৬৭.০০	-	৯৬৭.০০	৯৬৭.০০	-	৯০৫.২০	৯০৫.২০	-
২০০৯-২০১০	১৮৩৭.০০	১৮৩৭.০০	-	১৮৩৭.০০	১৮৩৭.০০	-	১৭৩২.২০	১৭৩২.২০	-
মোট =	**৪৬০৪.০০**	**৪৬০৪.০০**	-	**৪৬০৪.০০**	**৪৬০৪.০০**	-	**৪৪০৯.৩২**	**৪৪০৯.৩২**	-

(বিঃদ্রঃ-সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক মোট ৪৬০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ অবমুক্ত হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৭.৬ **প্রকল্প পরিদর্শন :**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ১০-১১-২০১০ তারিখে প্রকল্প এলাকায় বাস্ত-বায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন। পরিদর্শনে কার্যক্রমটি একটি সফল কার্যক্রম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ (অনুচ্ছেদ-০৮), সমস্যাদি (অনুচ্ছেদ-১১) এবং সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা (অনুচ্ছেদ-১২) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৭ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ**

প্রকল্পটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
১	২	৩	৪
০১)	কর্নেল খাদেমুল ইনসান মোহাম্মদ ইকবাল	০১-০২-২০০৬	১৯-১১-২০০৭
০২)	কর্নেল মোঃ জাকির হোসেন	০৩-১২-২০০৭	২৫-০২-২০০৯
০৩)	অবঃকর্নেল কাজী রেজাউল কবির	২৪-০৩-২০০৯	০২-০৫-২০০৯
০৪)	কর্নেল মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মল্লিক	০২-০৫-২০০৯	১১-০৮-২০০৯
০৫)	কর্নেল মোঃ নাছির উদ্দিন	১১-০৮-২০০৯	১৩-০৭-২০১০

৮.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণঃ**

৮.১ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৪.৬১ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ১.৩৯ লক্ষ টাকা।

৮.২ রেজিস্ট্রেশন ফি, পল, স্টেশনারী, বিজ্ঞাপনঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৭.৭০ লক্ষ টাকা।

৮.৩ ইউটেনসিলস্ এন্ড ক্রোকারিজঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩.১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫.৭০ লক্ষ টাকা। ২.৫৮ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে।

৮.৪ হাসপাতাল লাইনস্:

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১৬.৫৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০.৪০ লক্ষ টাকা। ৩.৮২ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে।

৮.৫ কনসালটেন্সিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১৭১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৭০.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.৩৭ লক্ষ টাকা।

৮.৬ সম্মানীঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০১ লক্ষ টাকা।

৮.৭ ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার সামগ্রীঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০১ লক্ষ টাকা।

৮.৮ কমিটি মিটিং, আপ্যায়ন, কন্টিনজেন্সি, প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্রঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ১.০১ লক্ষ টাকা।

৮.৯ যানবাহন, হসপিটাল যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি, অন্যান্য সরঞ্জামাদি, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১১৫০.২১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৮৫.৩২ লক্ষ টাকা। ৬৪.৮৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে।

৮.১০ ভূমি উন্নয়নঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৮.১১ ৮ ইউনিট অফিসার্স কোয়াটার, নার্স কোয়াটার, অন্যান্য স্টাফ কোয়াটার, চতুর্থ শ্রেণীর কোয়াটার ইত্যাদিঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৯৭৫.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৭৫.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.৩৮ লক্ষ টাকা।

৮.১২ ডাইনিং ও কিচেনসহ এস,এম ব্যারাকঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ২৯২.৪৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৯২.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০৯ লক্ষ টাকা।

৮.১৩ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৮৯৩.০৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮৮৮.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৪.২১ লক্ষ টাকা।

৮.১৪ আইসোলেশন ওয়ার্ডঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩২.৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩২.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০৯ লক্ষ টাকা।

৮.১৫ হাসপাতালের জন্য কিচেন এবং স্টোরঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ২৭.২৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৭.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০৩ লক্ষ টাকা।

৮.১৬ লন্ডি, সাব-স্টেশন এবং পাম্প হাউজঃ

এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩৯.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৭.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ১.৬৮ লক্ষ টাকা।

৮.১৭ <u>ড্রাইভার রুমসহ এমটি গ্যারেজ, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্লান্ট রুম, সীমানা প্রাচীর, টিউবওয়েল এবং পাম্প হাউজঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১৫৪.২২ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.৭৬ লক্ষ টাকা।

৮.১৮ <u>মেইন সারফেস ড্রেন, জেনারেটর রুম, আরসিসি রাস্তা, পাম্প ও মটরসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার, বহিস্থঃ পানির সরবরাহঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৭১.৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৭.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৪.০৪ লক্ষ টাকা।

৮.১৯ <u>বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা।

৮.২০ <u>প্রধান গেট এবং গেট হাউজঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা।

৮.২১ <u>হসপিটাল বেড লিফটঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ১২০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ১২.০০ লক্ষ টাকা।

৮.২২ <u>১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৪১১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ৩.৮০ লক্ষ টাকা।

৮.২৩ <u>৫০০ কেভিএ জেনারেটরঃ</u>
এখাতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৬০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাশ্রয় হয়েছে ০.০১ লক্ষ টাকা।

৯.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জন	
ক)	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ী এলাকাস্থ ০৩ টি সেক্টর ও ১৪ টি ব্যাটালিয়নে কর্মরত বাংলাদেশের রাইফেলস্ এর প্রায় ১৫,০০০ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ;	ক)	হাসপাতালটির কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু করা হলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।
খ)	রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বাইতুল ইজ্জত, চট্টগ্রাম-এ কর্মরত বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর কর্মকর্তাও সৈনিক এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত সৈনিকদের শারীরিক প্রশিক্ষণকালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ;	খ)	ঐ
গ)	রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলের ছাত্রদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে স্বাস্থ্য পরিচর্যার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;	গ)	ঐ
ঘ)	বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সৈনিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নৈতিকতার মান সমুন্নত করা ; এবং	ঘ)	ঐ
ঙ)	রাইফেলস্ ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী জেলায় বসবাসরত সাধারণ জনগণকে আন্তঃবিভাগসহ বহিঃবিভাগের জরুরী জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।	ঙ)	ঐ

১০.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

হাসপাতালটি সফলভাবে ফাংশনাল করা হলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি এখনও সুনিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

১১.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

১১.১ নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ

সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা সমূহে যেমন-হাসপাতাল ভবনের ব্লক এ-তে ২য় তলায় সভার কক্ষের দেয়ালে, গাইনোলজিস্ট রুমে (নীচতলা), সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের দেয়ালে (২য় তলায়), রান্নাঘর, আইসোলেশন ওয়ার্ডের বাথরুমের দেয়ালে ছোট-বড় ক্র্যাক, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির পার্শ্ববর্তী দেয়ালে বড় ধরনের ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া, ফিমেল ওয়ার্ডের দেয়ালের ২/১ টি স্থান ড্যাম্প অবস্থায় দেখা গিয়েছে এবং ভবনের বিভিন্ন দরজায় ব্যবহৃত কাঠগুলো ভাল মানের হয়নি বলে মনে হয়েছে।

১১.২ হাসপাতালটি ফাংশনাল না করাঃ

প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তা ফাংশনাল করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে।

১১.৩ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ

প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন যা কাঙ্খিত নয়।

১১.৪ বিভিন্ন অঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয়ঃ

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনটি (পিসিআর) পর্যালোচনা করে দেখা যায়-অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি-তে উল্লিখিত অঙ্গ অনুযায়ী প্রদত্ত পিসিআর-এ কিছু কিছু অঙ্গে (যেমন-ইউটেনসিলস্ এন্ড ক্রোকারিজ, হাসপাতাল লাইনস্, যানবাহন, হসপিটাল যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতাল আসবাবপত্র) অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে। তবে প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

১২.০ সুপারিশ/দিক নির্দেশনাঃ

১২.১ ছোট-খাট নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি (অনুচ্ছেদ-১১ এর ১১.১ এ বর্ণিত) জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের জামানত ফেরত প্রদানের পূর্বে) মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১২.২ জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালটির মূল কার্যক্রম ফাংশনাল করতে হবে ;

১২.৩ স্থানীয় সাধারণ জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি (কোটা অনুযায়ী) নিশ্চিত করতে হবে এবং পৃথক রেজিস্টার খাতা সংরক্ষণ করতে হবে ;

১২.৪ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর প্রবণতা পরিহার করতে হবে ;

১২.৫ কতিপয় অঙ্গে বেশী ব্যয় হওয়ার যথাযথ কারণ এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। বিশেষ করে পিসিআর এর অনুচ্ছেদ-৫ এর ৭ম কলামে অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের/পরিমাণের সাথে বাস্তবায়িত পরিমাণ/ব্যয়ের পার্থক্য উল্লেখ করতে হবে; এবং

১২.৬ ভবিষ্যতে নির্ভুল ও তথ্যবহুল পিসিআর প্রণয়নে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেয়া হল।

বিদ্যমান ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার উন্নয়ন (সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পুলিশ অধিদপ্তর।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান : রংপুর, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল ও খুলনা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৩৯৪৭.৯৫	৪২৫৫.৬৮	৪২২৭.১৭	জুলাই,১৯৯৭ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই,১৯৯৭ হতে জুন, ২০০৯	জুলাই,১৯৯৭ হতে জুন, ২০১০	২৭৯.২২ (০৭%)	২৪ মাস (১৮%)

৬.০ **<u>সাধারন পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৬.১ **<u>পটভূমিঃ</u>** দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর জনবলের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে ‘‘৪টি বিদ্যমান পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। উল্লেখ্য, পুলিশ ফোর্সের ৯০ শতাংশ জনবলই হল কনস্টেবল, যাদের চাকুরীতে অন্তর্ভুক্তির প্রথম পর্যায় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৭২ সালে অপ্রতুল সুবিধা নিয়ে খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী ও টাঙ্গাইলে ০৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার গড়ে উঠে। সময়ের আবর্তে পুলিশ ফোর্সের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়ন অত্যান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রাক্কলিত বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ১৯৯৭-১৯৯৮ হতে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত। বিগত ১৫-০১-১৯৯৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রি-একনেক সভায় প্রকল্পটির নামকরণে কিঞ্চিত পরিবর্তনসহ প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০০০.০০ লক্ষ টাকায় সীমাবদ্ধ রাখার শর্তে প্রকল্পটি যথোপোযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রি-একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিসিপি পুনর্গঠন পূর্বক অনুমোদনের নিমিত্তে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

৬.২ **<u>উদ্দেশ্যঃ</u>**

ক) বিদ্যমান ০৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এর ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন ও এর কলেবর বৃদ্ধি করাই আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.০ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পটি বিগত ১৯-০৯-২০০০ তারিখে প্রকল্পটি ৩৯৪৭.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,১৯৯৭ হতে জুন,২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু বছরওয়ারী পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায়নি। অতঃপর নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি ও গণপূর্ত বিভাগের পরিবর্তিত রেট সিডিউল রেট অনুযায়ী বাস্তব সম্মত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি মোট ৪২৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,১৯৯৭ হতে জুন,২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক গত ২২-০৬-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন,২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করণ করা হয়।

৮.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** দেশের ৪টি স্থানে বিদ্যমান ০৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এর ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন, ম্যাগজিন ভবন, কনেষ্টবল ব্যারাক, এম টি সেকশন, রেশন ও ক্লথিং রুম, মাল্টিপারপাস ভবন, কমান্ড্যান্ট এবং ডেপুটি কমান্ড্যান্ট এর বাসভবন, অন্যান্য পুলিশ কর্তকর্তাদের আবাসিক ভবন, ৮০০বঃফুঃ এবং ৬০০ বঃ ফুটের ষ্টাফ কোর্য়াটার নির্মাণ, অভ্যন্তরীন রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল, ২টি যানবাহন হইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় আনুসাংগিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরী, এআইজি	০৩-০৩-১৯৯৭	২৪-০৯-১৯৯৭
২।	জনাব আহমেদ জামিল, এআইজি	২৫-০৯-১৯৯৭	৩১-১২-১৯৯৭
৩।	জনাব মোঃ ফজলুল হক ভুঁইয়া, এআইজি	০১-০১-১৯৯৮	০৪-০৮-১৯৯৮
৪।	জনাব খান আকরামুজ্জমান, এআইজি	১৫-০১-১৯৯৮	৩১-১২-১৯৯৯
৫।	জনাব মোঃ সানাউল হক, এআইজি	০৪-০১-২০০০	০৭-০৮-২০০০
৬।	জনাব আবু মুসা মোঃ ফখরুল ইসলাম খান, এআইজি	০৮-০৮-২০০০	১৮-০৮-২০০১
৭।	জনাব মোঃ ফজলুল হক ভুঁইয়া, এআইজি	১৯-০৮-২০০১	২০-০৩-২০০২
৮।	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ, এআইজি	৩১-০৩-২০০২	১১-০৫-২০০২
৯।	জনাব সারোয়ার আলম সরকার, এআইজি	১৮-০৮-২০০২	৩১-১০-২০০৩
১০।	জনাব কাজী বজলুর রহমান, এআইজি	১৬-০১-২০০৩	০৩-০৪-২০০৩
১১।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন, এআইজি	০৩-০৪-২০০৩	২৯-০৪-২০০৯
১২।	জনাব সারোয়ার আলম সরকার, এআইজি	২৯-০৪-২০০৩	৩১-০১-২০০৫
১৩।	জনাব এস. এম কামাল হোসেন, এআইজি	০১-০২-২০০৫	০৭-০৯-২০০৬
১৪।	জনাব বনজ কুমার মজুমদার, এআইজি	০৭-০৯-২০০৬	২৮-১১-২০০৬
১৫।	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, এআইজি	২৯-১১-২০০৬	১৫-০১-২০০৭
১৬।	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, এআইজি	১৮-০২-২০০৭	৩০-০৬-২০১০

১০.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
01.	Main Building	sqm	215.00	2323.00	227.45 (106%)	2323.00 (100%)
02.	Magzine Building	sqm	24.46	310.85	29.48 (120%)	310.85 (100%)
03.	Constable Barrack	sqm	927.28	13980.50	944.16 (102%)	14549.44 (104%)
04.	Remaining work of constable barrack (rongpur)	sqm	105.88	2783.26	79.56 (75%)	2441.75 (88%)
05.	MI room	sqm	31.69	288.93	27.21 (86%)	258.93 (90%)
06.	M.T section	sqm	80.00	942.88	110.575 (138%)	979.25 (104%)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
07.	Ration and Clothing store	sqm	53.61	476.87	54.29 (101%)	577.86 (121%)
08.	Multipurpose Hall	sqm	211.53	1649.96	295.72 (139.80 %)	1580.55 (95.79%)
09.	Commandants Residence	sqm	117.84	1337.79	116.15 (98%)	999.98 (75%)
10.	Deputy Commandants	sqm	82.75	557.41	87.05 (105%)	564.66 (101%)
11.	ASP, Chief Drill Instructor & Police Inspector Resi.	sqm	252.06	3716.1	232.67 (92%)	2712.5 (73%)
12.	Law Inspector Resi. 800sft	sqm	358.87	3567.5	313.81 (87%)	2931.60 (82%)
13.	Staff Qte.600 Sft	sqm	341.93	3725.77	312.80 (91%)	3530.54 (94.76%)
14.	Internal Water	Lot	237.20	Lot	123.93 (52.25%)	Lot
15.	External Water Supply	Lot	93.66	Lot	80.43 (86%)	Lot
16.	Internal Electrification	Lot	176.53	Lot	109.72 (62.15%)	Lot
17.	External Electrification	Lot	101.84	Lot	174.35 (171%)	Lot
18.	Site Development	Cum	23.61	13326.00	38.61 (163%)	21845.62 (164%)
19.	Approach Road	sqm	194.62	19264.58	282.30 (145%)	19180.7 (99.56%)
20.	Boundary Wall & Barbed Wire Fanching		302.24	6681.45	333.46 (110%)	8823.20 (132%)
21.	Tank & Ghatla	Lot	7.00	Lot	7.24 (103%)	Lot
22.	Obstacles	Lot	15.50	Lot	8.09 (52%)	Lot
23.	Fire Extinguisher	Lot	3.00	Lot	2.07 (69%)	Lot
24.	Gas Connection	Lot	9.00	Lot	11.43 (127%)	Lot
25.	Contingency	Lot	76.82	Lot	50.84 (66%)	Lot
26.	Transport & Vehicles	No	78.25	02	77.39 (99%)	02

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
27.	Office Furniture	Lot	115.51	Lot	96.38 (83%)	Lot
					4227.165	

১০.১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১১.০। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ :** প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনা/মূল্যায়নের জন্য এ বিভাগের পরিচালক (যুব), গত ২৫-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের খুলনা অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে প্রায় ১৫০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যারাক ভবন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যারাকে মানবেতর জীবন যাপন করছে বলা যায়। বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোন একাডেমিক ভবন না থাকায় মাল্টিপারপাস হলসহ এখানে সেখানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে।

১১.১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ** প্রকল্পের আওতায় ২৩২৩ বঃমিঃ অফিস ভবন নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ২৩২৩ বঃ মিটারই (১০০%) নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ খাতের বরাদ্দ ২১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৭.৪৫ লক্ষ টাকা (১০৬%) ব্যয় করা হয়েছে। কনেষ্টবল ব্যারাক খাতে ১৩৯৮০.৫০ বঃমিঃ বিপরীতে ১৪৫৪৯.৪৪ বঃমিঃ নির্মান করা হয়েছে (১০৪%) অন্যদিকে এ খাতের বরাদ্দ ৯২৭.২৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মাল্টিপারপাস ভবন খাতে ১৬৪৯.৯৬ বঃ মিটারের বিপরীতে ১৫৮০.৫৫ বঃ মিটার নির্মিত হয়েছে (৯৬%) কিন্তু এখাতের বরাদ্দ ২১১.৫৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৯৫.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (১৪০%)। কমান্ড্যান্ট-এর বাস ভবন খাতে ১৩৩৭.৭৯ বঃমিঃ বিপরীতে ৯৯৯.৯৮ বঃমিঃ (৭৫%) নির্মিত হয়েছে কিন্তু এ খাতের বরাদ্দ ১১৭.৮৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১৬.১৫ লক্ষ টাকা ৯৮% ব্যয় করা হয়েছে। অন্যান্য পুলিশ কর্তকর্তাদের আবাসিক ভবন ৩৭১৬.১০ বঃ মিঃ সংস্থানের বিপরীতে ২৭১২.৫০ বঃ মিঃ নির্মিত হয়েছে (৭৩%) কিন্তু আর্থিক বরাদ্দ ২৫২.০৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩২.৬৭ লক্ষ টাকা (৯২%) ব্যয় করা হয়েছে, সংস্থান অনুযায়ী ২টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে । এ খাতে ৭৮.২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১২.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন :**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
বিদ্যমান ০৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এর ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন ও এর কলেবর বৃদ্ধি করাই আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের আওতায় ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের অবকাঠামো তৈরী হয়েছে। এখানে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমনকি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি এর উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

১৩.০ **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ **সমস্যা (খুলনা অংশ):**

১৪.১ ৮০০ বঃ ফুট এসআই কোয়ার্টারের পশ্চিম দিকের দেয়ালে কিছু কিছু স্থানে আস্তরন উঠে গেছে;
১৪.২ ডেপুটি কমান্ডেন্ট-এর বাসভবন পর্যন্ত এপ্রোচ রোড এর পাড় ভেঙ্গে গেছে;
১৪.৩ ড্রেনেজ সিষ্টেম ভাল ভাবে কাজ করছে না। পানির ফ্লো নেই অর্থাৎ জলাবদ্ধতা রয়েছে;
১৪.৪ ব্যারাক ভবনে সামনের রাস্তা অন্যান্য জায়গার থেকে নিচু হওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে;
১৪.৫ স্থানাভাবে ব্যারাক ভবনের ডায়নিং হল ষ্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে ডাইনিং হলের অভাবে খাবার পরিবেশনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে;

১৪.৬ মাল্টিপারপাস হলের পিছনের দেয়ালের ভিতরের অংশে কাঁচা ড্রেন রয়েছে। যা ড্রেনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে;এবং

১৪.৭ প্রকল্পে খুলনা অংশের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২টি পিক-আপ কেনা হয়েছে কিন্তু যানবাহন ২টি কোথায় কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা ট্রেনিং সেন্টার কর্তৃপক্ষের জানা নেই, এমনকি পিডব্লিউডি খুলনা-এরও সঠিকভাবে জানা নেই।

১৫.০ **সমস্যা (সামগ্রিক)**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় ২৩২৩ বঃমিঃ অফিস ভবন নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ২৩২৩ বঃ মিটারই (১০০%) নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ খাতের বরাদ্দ ২১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৭.৪৫ লক্ষ টাকা (১০৬%) ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এ অতিরিক্ত ব্যয়ের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

১৫.২ ম্যাগজিন ভবনের অনুমোদিত বরাদ্দ ২৪.৪৬ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ২৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।& কিন্তু এ অতিরিক্ত ব্যয়ের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

১৫.৩ কনেষ্টবল ব্যারাক-এ ৯২৭.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৪৪.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

১৫.৪ মাল্টিপারপাস ভবন ১৬৪৯.৯৬ বঃ মিটারের স্থালে ১৫৮০.৫৫ বঃ মিটার (৯৫.৭৯%) নির্মান করা হয়েছে কিন্তু এখাতের বরাদ্দ ২১১.৫৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৯৫.৭২ লক্ষ টাকা প্রায় (১৪০%) অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ বাস্তবায়ন এবং অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা তা উল্লেখিত হয়নি।

১৬.০ **সুপারিশ (খুলনা অংশ সম্পর্কিত):**

১৬.১ ৮০০ বঃ ফুট এসআই কোয়ার্টারের পশ্চিম দিকের দেয়ালে কিছু কিছু স্থানে আস্তরন উঠে গেছে। এটি মেরামত করা প্রয়োজন;

১৬.২ ডেপুটি কমান্ডেন্ট-এর বাসভবন পর্যন্ত এপ্রোচ রোড এর পাড় ভেঙ্গে গেছে। রাস্তার দু'পাশ্বেই জলাশয়/পুকুর থাকায় প্রয়োজনীয় Treatment/Slope সহ রাস্তা নির্মাণ সংগত ছিল। উক্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণে/মেরামতের বিষয়ে পিডব্লিউডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬.৩ ড্রেনেজ সিষ্টেম ভাল ভাবে কাজ করছে না। পানির ফ্লো নেই অর্থাৎ জলাবদ্ধতা রয়েছে। উক্ত জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;

১৬.৪ ব্যারাক ভবনে সামনের রাস্তা অন্যান্য জায়গার থেকে নীচু হওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ব্যারাক ভবনের সামনের রাস্তাসহ পুরো জায়গাটি ভরাট/উচুঁ করতে হবে;

১৬.৫ বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনষ্টেবলের জন্য ডাইনিং হলের সংস্থানসহ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যারাক সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন;

১৬.৬ ড্রেনেজ সিস্টেম সমন্বিত করা/বাড়ানো প্রয়োজন;

১৬.৭ প্রকল্পে খুলনা অংশের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রয়কৃত ২টি পিক কোথায় কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নির্ণয় করতঃ যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৭.০ **সুপারিশ (সামগ্রিক):**

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় ২৩২৩ বঃমিঃ অফিস ভবন নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ২৩২৩ বঃ মিটারই (১০০%) নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ খাতের বরাদ্দ ২১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৭.৪৫ লক্ষ টাকা (১০৬%) ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এ অতিরিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা যাচাই পূর্বক কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে তা করা হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিভাগকে অবহিত করবে। এ ছাড়াও ম্যাগজিন ভবন নির্মাণ, কনষ্টেবল ব্যারাক, এম টি সেকশন, মাল্টিপারপাস ভবন, কমান্ডেন্ট বাস ভবন, অন্যান্য কর্মকর্তাদের বাস ভবন আইন পরিদর্শকদের বাস ভবন, ৬০০ বঃ

মিঃ ষ্টাফ কোয়ার্টার, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি খাতে অনুমোদিত কার্যক্রম ও ব্যয়ের তুলনায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও ব্যয়ে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতাসহ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছিল সে বিষয়টি যাচাই করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আগামী ১৫ (পনেরো) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রতিবেদন পেশ করার অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০০৯ - ১০ অর্থবছরে এডিপিভূক্ত মোট ১টি প্রকল্প (১টিই বিনিয়োগ প্রকল্প) সমাপ্ত হয়।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :**

প্রকল্পটি সমাপ্ত হতে মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২.৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পই মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ অনুমোদিত মেয়াদ থেকে ১০০% বৃদ্ধি পায়।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :**

সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে নির্মাণ নকশা পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাক্কলন সংশোধন, ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব,ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমান ও ধরন/প্রকৃতি :**

সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় জামালপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রতিটি ৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৯ ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ২২২.৯৭ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

৫। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৫.১। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং ডিপিপি অনুযায়ী কিছু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। কিছু নির্মাণ কাজ ডিপিপি অনুযায়ী হয়নি।	৫.১। মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং আরো কঠোরভাবে করতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আইএমইডি হতে প্রেরিত রিপোর্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫.২। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি করা হয়।	৫.২। আবশ্যক প্রয়োজন না হলে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি বিচ্যুতি কম হবে।

৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঝিনাইদহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, চাঁদপুর এবং হবিগঞ্জ।
২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেবা পরিদপ্তর ও গণপূর্ত বিভাগ।
৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মূল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %) সর্বশেষ সংশোধিত
মূল -মোট -টাকা -(প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত -মোট -টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩৬৯৪.০১ ৩৬৯৪.০১ (-)	৩৯৭৪.৫৭ ৩৯৭৪.৫৭ (-)	৩৭৮৯.২০ ৩৭৮৯.২০ (-)	জুলাই' ২০০৪ হতে জুন' ২০০৭	জুলাই' ২০০৪ হতে জুন' ২০১০	জুলাই' ২০০৪ হতে জুন' ২০১০	৯৫.১৯ (২.৬%)	৩ বছর (১০০%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১)	ভূমি অধিগ্রহণ	৩ একর	২৫৬.৫৩	৩ একর (১০০%)	২৫৬.৫৩ (১০০%)
০২)	নির্মাণ	২২৫৩৫.১০ বঃমিঃ	৩২৭৯.০২	২২৩১২.১৩ বঃমিঃ (৯৯%)	৩২৩০.৫৭ (৯৮%)
০৩)	আসবাবপত্র	৫২৩৫ টি	১৬৬.৪০	৪৯৬৮ টি (৯৫%)	১৬২.২৪ (৯৭%)
০৪)	যন্ত্রপাতি	৪৭৫ টি	১৩৩.৬০	৪১২ টি (৮৭%)	৪৫.২৬ (৩৪%)
০৫)	বই	৩০৬০ টি	৫০.০০	৬৬৯ টি (২২%)	১৭.৭৮ (৩৫.৫৬%)
০৬)	যানবাহন	০৫ টি	৫৬.৬৫	০৫ টি (১০০%)	৪৫.১২ (৮০%)
০৭)	টেলিফোন	০৫ টি	১.০০	০৫ টি (১০০%)	০.৯৫ (৯৫%)
০৮)	সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	১.৮২	-	১.২১(৬৬%)
০৯)	অন্যান্য/বিবিধ	-	২৯.৫৫	-	২৯.৫৪ (৯৯%)
	সর্বমোট =	**১০০%**	**৩৯৭৪.৫৭**	**৯৫.৩৪%**	**৩৭৮৯.২০**

৬.০ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় জামালপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রতিটি ৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৯ ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ২২২.৯৭ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে নার্সিং শিক্ষা ও পেশার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি খাতে (০১ টি মিলিটারিসহ) ৩৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (আসন সংখ্যা ১৫১০ টি), ০৬ টি নার্সিং কলেজ (আসন সংখ্যা ৫৭৫ টি) এবং বেসরকারি খাতে ২২ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (আসন সংখ্যা ৫৭৫ টি), ০৯ টি নার্সিং কলেজ (আসন সংখ্যা-২১৫ টি) বিদ্যমান যাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সরকারি খাতে ১১ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (আসন সংখ্যা ২৬০ টি) এবং তিনটি বুনিয়াদী উত্তর নার্সিং কলেজ এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়া সেবা মহাবিদ্যালয়, ঢাকার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এম,এস,সি কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০,০০০ এর অধিক রেজিস্ট্রার্ড নার্স আছে এবং সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন নার্সিং ইনস্টিটিউট হতে প্রতি বছর ৮০০-১০০০ জন নার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হচ্ছে। সরকারের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও ডাক্তার-নার্সের অনুপাত সমন্বয়ের জন্য রেজিস্ট্রার্ড নার্সের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। দেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বিদেশেও দক্ষ নার্সের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে নার্সিং ইনস্টিটিউটের অভাবে পর্যাপ্ত নার্স তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। যে পরিমান নার্স তৈরী করা হচ্ছে, তাও চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে দেশে আরও নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ঝিনাইদহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, চাঁদপুর এবং হবিগঞ্জে ০৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হচ্ছে। প্রতিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট ০৪ বছর মেয়াদী কোর্সে প্রতি বছর ৩০ জন করে প্রায় ১৫০ জন রেজিস্ট্রার্ড নার্স সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের নার্সের বিপুল ঘাটতি আংশিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বই, যানবাহন, টেলিফোন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্য/বিবিধ ইত্যাদি।

৭.৩ অনুমোদন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১৬.০৮.২০০৫ তারিখে মোট ৩৬৯৪.০১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে সংশোধিত অননুমোদিত হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। ফলে পুনরায় গত ০৬.১০.২০০৯ তারিখে মোট ৩৯৮৭.৯০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশে রেজিস্টার্ড নার্স বৃদ্ধি ;

খ) দেশের ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ২: ১, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ন্যায় ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ১ : ৩ এ উন্নীত করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত রেজিস্ট্রার্ড নার্স তৈরী করা ;

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নার্সিং পেশার প্রসার করা এবং

ঘ) নার্সিং শিক্ষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৭.৫ এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৪-২০০৫	১২৫.০০	১২৫.০০	-	১২৫.০০	১২৫.০০	-	১২০.২২	১২০.২২	-
২০০৫-২০০৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	১৪৯৭.৫০	১৫০০.০০	-	১৪৯২.৫২	১৪৯২.৫২	-

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৬-২০০৭	১০৭৫.০০	১০৭৫.০০	-	১০৫০.০০	১০৭৫.০০	-	৮৫০.০৯	৮৫০.০৯	-
২০০৭-২০০৮	১০০০.০০	১০০০.০০	-	৪৪০.০০	১০০০.০০	-	৪৩২.০৩	৪৩২.০৩	-
২০০৮-২০০৯	৬১০.০০	৬১০.০০	-	৫৮১.৫১	৬১০.০০	-	৪৪৮.৭৪	৪৪৮.৭৪	-
২০০৯-২০১০	৬৩০.০০	৬৩০.০০	-	৬৩০.০০	৬৩০.০০	-	৪৪৫.৫৯	৪৪৫.৫৯	-
মোট =	৪৯৪০.০০	৪৯৪০.০০	-	৪৩২৪.০১	৪৩২৪.০১	-	৩৭৮৯.১৯	৩৭৮৯.১৯	-

৭.৬ **প্রকল্প পরিদর্শন :**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২৫-০৪-২০১১ তারিখে প্রকল্পের ঝিনাইদহ অংশ এবং ২৩-০৬-২০১১ তারিখে চাঁদপুর অংশ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কিছু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ (অনুচ্ছেদ-০৮), সমস্যাদি (অনুচ্ছেদ-১১) এবং সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-১২) উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৭ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ**

প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
১	২	৩	৪
০১)	খাদিজাতুল কোবরা, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১/০৭/২০০৪	১৮/০২/২০০৫
০২)	মিসেস খাদিজা বেগম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৯/০২/২০০৫	২৯/০৪/২০০৬
০৩)	রোজলেন দীড়া বাড়ৈই, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	৩০/০৪/২০০৬	০৭/০৬/২০০৬
০৪)	মিসেস খাদিজা বেগম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	৮০/০৬/২০০৬	১৬/১১/২০০৬
০৫)	মিসেস আজিজুন নাহার, পরিচালক (অতিরিক্ত)	১৭/১১/২০০৬	২৮/০১/২০০৭
০৬)	রোজলেন দীড়া বাড়ৈই, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৯/০১/২০০৭	১০/১২/২০০৭
০৭)	জাহানারা বেগম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১১/১২/২০০৭	০১/১১/২০০৮
০৮)	মিসেস আজিজুন নাহার, পরিচালক (অতিরিক্ত)	০৩/১১/২০০৮	১৫/০৬/২০০৯
০৯)	জাহানারা বেগম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৬/০৬/২০০৯	৩০/০৬/২০১০

৮.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের বিবরণঃ**

৮.১ জমি অধিগ্রহণঃ এখাতে ০৩ একর জমি অধিগ্রহণের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২৫৬.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ,ক্রয়কৃত জমি ঝিনাইদাহ এবং কিশোরগঞ্জ নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮.২ নির্মাণঃ ২২৫৩৫.১০ ব:মি: নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত ৩২৭৯.০২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩২৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ২২৩১২.১৩ ব:মি: নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে । জামালপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ ৬০০ ব:ফু: বিশিষ্ট ০৯ ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ২২২.৯৭ ব:মি: কাজ অসমাপ্ত রয়েছে এছাড়াও চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ ছাত্রীদের হোস্টেল যে জায়গায় নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি নির্বাচন করা সঠিক হয়নি বলে বাস্তব পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে। চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ ছাত্রী হোস্টেলের প্রতিটি রুম মোজাইক করার কথা ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে কোন রুম মোজাইক করা হয়নি।

৮.৩ করা আসবাবপত্রঃ ৫২৩৫ টি আসবাবপত্র সংগ্রহ খাতে বরাদ্দকৃত ১৬৬.৪০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৬২.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং
৪৯৬৮ টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে । চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, কিছু আসবাবপত্র নিম্নমানের, বিশেষকরে ছাত্রী হোস্টেলের জন্য সরবরাহকৃত আলনা ও ডাইনিংয়ের চেয়ার-টেবিল। এছাড়াও ছাত্রী হোস্টেলের ড্রেসিং টেবিলে আয়না সংযোগ করা হয়নি।

৮.৪ যন্ত্রপাতি : ৪৭৫ টি যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দকৃত ১৩৩.৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৫.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ৪১২ টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি নার্সিং ইনস্টিটিউট-এর একাডেমিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.৫ বইঃ ৩০৬০ টি বই ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৭.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ৬৬৯ টি বই ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত বই নার্সিং ইনস্টিটিউট-এর লাইব্রেরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.৬ যানবাহনঃ ০৫ টি যানবাহন ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত ৫৬.৬৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৫.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ০৫ টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে । ক্রয়কৃত মাইক্রোবাস নার্সিং ইনস্টিটিউট-এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.৭ টেলিফোনঃ ০৫ টি টেলিফোন ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত ১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ০.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ০৫ টি টেলিফোন ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৮ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণঃ এখাতে থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১.৮২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ্ করা হয়েছে।

৮.৯ অন্যান্য/বিবিধঃ এখাতে থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দকৃত ২৯.৫৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে প্রদত্ত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জন
ক)	জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশে রেজিস্ট্রার্ড নার্স বৃদ্ধি ;	০৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে ফলে দেশে রেজিস্ট্রার্ড নার্স বৃদ্ধি পাবে।
খ)	দেশের ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ২:১, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ন্যায় ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ১:৩ এ উন্নীত করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত রেজিস্ট্রার্ড নার্স তৈরী করা ;	ঐ
গ)	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নার্সিং পেশার প্রসার করা এবং	০৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে নার্সরা তাদের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নার্সিং পেশার প্রসার হবে।
ঘ)	নার্সিং শিক্ষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	০৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে নার্সরা তাদের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর দেশের শিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে প্রশিক্ষিত নার্স তৈরির মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তৃত করা , দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নার্সিং পেশার প্রসার করা এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে এই প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য সহসাই প্রতিফলিত না হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব থাকবে।

১১.০ **বাস্তবায়ন সমস্যা :** আইএমইডি হতে গত ২৫-০৪-২০১১ তারিখে প্রকল্পের ঝিনাইদহ অংশ এবং ২৩-০৬-২০১১ তারিখে চাঁদপুর অংশ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কিছু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা পূর্বক নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয় :

১১.১ **ঝিনাইদহ নার্সিং ইনস্টিটিউট :**

১১.১ .১ **নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্যা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি :**

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ভবনে প্রায় সবগুলো বাথরুমের পার্শ্ব দেয়াল ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণে ভিজে ড্যাম্প হয়ে গিয়েছে এবং অনেক স্থানে প্লাস্টার খসে পড়ছে। বাথরুম ফিটিংস্ মান সম্পন্ন হয়নি। একাডেমিক ভবনের অফিস রুমের দরজার সামনে ও ভিতরে ফাটল দেখা গিয়েছে। ভবনসমূহের জানালায় সংযোজিত গ্লাসগুলো ফিটিং এর ত্রুটির কারণে প্রতিনিয়ত সামান্য বাতাসের চাপে খসে পড়ছে। মূল একাডেমিক ভবনের ছাদে পানির ট্যাঙ্কি হতে পানি উপচে পড়ে অনেক স্থানে জলছাদ উঠে ভিতরে পানি জমার কারণে ছাদের স্থায়ীত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। তাছাড়া পরিদর্শনের সময় ছাত্রীদের আবাসিক কক্ষগুলোর ডোর লকগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের অনেক স্থানেই বিশেষত রান্না ঘরের পার্শ্বের প্রাচীরটির প্লাস্টার খসে ইট বের হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রটিতে অভ্যন্তরীণ ড্রেণ সমূহের পানি বাইরে বের হয়ে যাওয়ার জন্য কোন মাস্টার ড্রেণ না থাকায় ড্রেন সমূহের পানি জমে থাকায় মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে এবং অতি বৃষ্টির সময় ড্রেণ হতে পানি উপচে পড়ছে। একাডেমিক ভবনের নীচ তলায় নির্মিত রান্না ঘরে কোন চিমনী না থাকায় ধোঁয়া বের হতে না পেরে পুরো রান্না ঘর কালো হয়ে গিয়েছে এবং এখানে পাচকদের রান্না করতে ধোঁয়ার কারণে খুব কষ্ট হয় বলে জানা গেছে।

১১.১.২ **ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন :**

বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটির কারণে বৈদ্যুতিক বাল্ব সমূহ প্রতিনিয়ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান যে, ২/৩ দিন পর পর বাল্ব কেটে যায়। ইনস্টিটিউটে যে সমস্ত সিকিউরিটি লাইট সরবরাহ করা হয়েছে তার সবগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার পর পর্যাপ্ত আলোর অভাবে নিরাপত্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

১১.১.৩ **ত্রুটিপূর্ণ পানির লাইন :**

পুরো ক্যাম্পাসে পানির লাইনে ত্রুটির কারণে এক বিল্ডিংয়ের ওভার হেড পানির ট্যাঙ্কি না ভরতেই অন্য বিল্ডিং এর পানির ট্যাঙ্কি ভরে উপচে পড়ছে। ফলে ছাত্রীরা প্রায়ই পানির কষ্ট ভোগ করছে। এছাড়া সকল পানির লাইনে ত্রুটির কারণে পানির লাইন সংলগ্ন দেয়াল সমূহ ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। ১০০০ বঃফুঃ ভবনের ওভার হেড ট্যাঙ্কি হতে পানি উপচে প্রায় ভবনের পিছনের দেয়াল ভিজে যায় এবং ঐ দেয়াল সংলগ্ন স্থানেই বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের অবস্থান হওয়ায় যে কোন সময় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। একাডেমিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত টিউবওয়েলটি বসানোর কয়েকদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।

১১.১.৪ **ত্রুটিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ :**

ইনস্টিটিউটটিতে অভ্যন্তরীণ বিটুমিনাস রোডটি অধিকাংশ জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে গর্ত হয়ে গিয়েছে।

১১.২ **চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটঃ**

বর্ণিত প্রকল্পের চাঁদপুরে নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে ৬,৩৫,২০,০০০/- (ছয় কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে চাঁদপুর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ১৪টি ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়, যার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন, হোস্টেল ও অফিস ভবন নির্মাণ, ১০০০ বর্গফুট বাসা (৬ ইউনিট), ৮০০ বর্গফুট বাসা (২ ইউনিট), ৬০০ বর্গফুট বাসা (৯ ইউনিট), গ্যারেজ, পাম্প হাউজ, বহি:পানি সরবরাহ ও ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, রাস্তা কার্পেটিং, সারফেস ড্রেন নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, মাটি পরীক্ষা ও আরবরিকালচার তৈরী। বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন শেষে ১৬/০৩/২০০৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। সেবা পরিদপ্তর কর্তৃক ফার্নিচার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং বই সরবরাহ করা হয়। তাছাড়াও স্থানীয়ভাবে কিছু বই এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

১১.২.১ **প্রশাসনিক ভবনের ছাদ অরক্ষিতঃ** চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটটি চাঁদপুর নতুন বাজার-পুরান বাজার সংযোগ সেতুর গোড়ায় অবস্থিত হওয়ায় সেতু থেকে খুব সহজেই দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন একাডেমিক ভবনের ছাদে প্রবেশ করতে পারে এবং সেখান থেকে ছাত্রী হোস্টেলে প্রবেশ করতে পারে। ইতোমধ্যে ছাত্রী হোস্টেলের ২য় তলার গ্রীল কেটে বাথরুমের সব বেসিন চোরে নিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

১১.২.২ **ডাইনিং রুমের দেয়াল ও বেসিনঃ** ডাইনিং রুমের এক পাশের দেয়াল ভিজে ড্যাম্প হয়ে গেছে। গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান পানি সরবরাহ লাইনের সংযোগ ত্রুটির ফলে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া ডাইনিং রুমের বেসিনগুলোতে পানি নিষ্কাশন ঠিকমত না হওয়ায় ছাত্রীরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে না। গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেসিনের সমস্যার সমাধান করে দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন। এছাড়াও ডাইনিং রুমে এখনও ৭২ টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়নি।

১১.২.৩ **পানি অপসারণ সমস্যাঃ** ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ফ্লোরে পানি অপসারণের জন্য কোন ছিদ্র না থাকায় ভিতরের পানি অপসারনে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া কিছু আবাসিক ভবনের সিড়ির ফ্লোর বাহিরের দিকে ঢালু না হয়ে সিঁড়ির দিকে ঢালু হওয়ায় বৃষ্টির পানি সিঁড়িতে জমে থাকে যার ফলে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির রেলিং ড্যাম্প হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১১.২.৪ **অকেজো সিলিং ফ্যানঃ** চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউটটে সরবরাহকৃত সিলিং ফ্যানগুলোর মধ্যে ৫০টি অকেজো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান ভোল্টেজ হঠাৎ আপ-ডাউনের ফলে এরকম সমস্যা হয়েছে। তিনি ফ্যানগুলো সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

১১.২.৫ **ছাত্রীদের ড্রেসিং টেবিলে আয়না সংযোজনঃ** ছাত্রীদের রুমের হোস্টেলে প্রত্যেক রুমের জন্য ড্রেসিং টেবিলে আয়না সরবরাহ করা হলেও সেগুলো এখনও সংযোজন করা হয়নি।

১১.২.৬ **ছাত্রীদের হোস্টেল রুমঃ**ডিপিপি অনুযায়ী ছাত্রী হোস্টেলের প্রত্যেক রুমে মোজাইক করার কথা থাকলেও বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কোন রুমে মোজাইক করা হয়নি। তাছাড়া ছাত্রী হোস্টেলের রুমের দরজা এবং লাইটের হোল্ডিংগুলো নিম্নমানের। এছাড়াও সরবরাহকৃত আলনাগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের যার অনেকগুলো এখনই ঘুণে ধরেছে।

১১.২.৭ **ইনস্টিটিউটের ফ্লোর অপরিস্কারঃ** ইনস্টিটিউটটি বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এর প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন তলার মেঝেতে ময়লার আস্তরণ জমে গেছে ফলে মোজাইকের উজ্জলতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নার্সিং ইনস্টিটিউটের ইন্সট্রাক্টর জানান ভবনটি পরিস্কার রাখার জন্য কোন লোকবল নেই বলে এরকম হয়েছে।

১১.২.৮ **বাউন্ডারী ওয়ালঃ** বাউন্ডারী ওয়ালে কাটা তারের বেড়া দেওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

১১.২.৯ **প্রশাসনিক ভবনের বাহিরের দেয়ালে ফাটলঃ** প্রশাসনিক ভবনের বাহিরের দেয়ালের নীচতলা বরাবর কিছু অংশে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.২.১০ **অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণঃ**অভ্যন্তরীণ রাস্তাটির কার্পেটিং নিম্নমানের হয়েছে। ফলে এর কিছু অংশের পিচ নষ্ট হয়ে গেছে।

১১.২.১১ **সারফেস ড্রেনঃ**বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হলেও এটি অপরিস্কার থাকায় ড্রেনটি বন্ধ হয়ে আছে এবং পানি ভর্তি থাকায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১.৩ **ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রণয়ন ও প্রেরণ :**

সেবা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনটি (পিসিআর) আইএমইডি কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া, পিসিআরটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়নি। বিভিন্ন অংগের ব্যয় বিভাজন তথ্যাদিসমূহ সঠিক হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করার বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ০৮ (আট) মাস পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণ না করে তা সরাসরি আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়, যা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

১১.৪ **পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা এবং ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী :**

প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট ০৯ জন কর্মকর্তা খন্ড কালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী কোন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে হলে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। অথচ এই প্রকল্পে তা করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.৫ **আরবরিকালচারঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেকটি নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ পরিকল্পনামাফিক বাগান তৈরি করার কথা থাকলেও বাস্তব পর্যবেক্ষণে তা যথাযথভাবে করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.৬ জামালপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ প্রতিটি ৬০০ ব:ফু: বিশিষ্ট ০৯ ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ২২২.৯৭ ব:মি: নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

১২.০ সুপারিশঃ

১২.১ অনুচ্ছেদ ১১.১ এবং ১১.২ এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ;

১২.২ নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১২.৩ ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ না করার কারণ এ বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে;

১২.৪ নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রগুলোর গুণগতমান নিম্নমানের হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ;

১২.৫ চাঁদপুর কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের পার্শ্বে চাঁদপুর নতুন বাজার-পুরান বাজার সংযোগ সেতুর গোড়ায় অবস্থিত সেতু থেকে যাতে নির্মিত ভবনের ছাদে কেউ প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১২.৫ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১২.৬ যথাযথভাবে আরবরিকালচার এর কাজ না করে অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে ;

১২.৭ জামালপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট-এ ৬০০ ব:ফু: বিশিষ্ট ০৯ ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ২২২.৯৭ ব:মি: কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার প্রকৃত কারন পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে এবং এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক ; এবং

১২.৮ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিশোরগঞ্জ, জামালপুর ও হবিগঞ্জ অংশের নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি/অসঙ্গতি (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ২৭টি এবং কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ২টি।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ** সমাপ্তকৃত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল বাস্তবায়নকালের চেয়ে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ২২টি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ৭টি প্রকল্পের। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত হয়েছে ১০টি এবং নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয় হয়েছে ২১টি প্রকল্পের। বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যথাক্রমে- ১০% থেকে ৫০% এর মধ্যে ৯টি, ৫০% থেকে ১০০% এর মধ্যে ৮টি, ১০০% থেকে ১৫০% এর মধ্যে ৩টি এবং ১টি প্রকল্পের ২৬৬.৬৭% সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়া মূল অনুমোদিত ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে যথাক্রমে- ১% থেকে ১০% এর মধ্যে ৪টি, ১০% থেকে ২০% এর মধ্যে ৩টি, ২০% থেকে ৩০% এর মধ্যে ৪টি এবং ৩০% থেকে ৪০% এর মধ্যে ১টি প্রকল্পের।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণঃ** সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবতার নিরীখে সঠিকভাবে জরীপ না করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করা, বাস্তবায়নকালে পিপিতে নির্ধারিত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, জনবলের বেতন বৃদ্ধি, জমি অধিগ্রহণে সময় ও মূল্য বেশী হওয়া, নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তব কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে- যথাসময়ে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন শুরু না হওয়া, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রয়োজনীয় চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপণ না করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বার বার প্রকল্প সংশোধন, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবতার নিরিখে নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা, পিপিতে নির্ধারিত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সঠিক সময়ে প্রকল্পে জনবল/পরামর্শক নিয়োগ না করা ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

	সমস্যা		সুপারিশ
৪.১	অনুমোদিত অংগের সকল বাস্তব কাজ সম্পন্ন না করে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়।	৪.১	অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত চুক্তি ও ব্যয়ের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারে।
৪.২	ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় করা।	৪.২	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কঠোর নির্দেশনা প্রদানসহ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪.৩	ডিপিপিভুক্ত সড়ক/ইউপি কমপ্লেক্স/ ঘাট/ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ না করে বহির্ভুতভাবে কাজ করা।	৪.৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশাসনিক পদক্ষেপসহ এরূপ অনিয়মের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

০১।	প্রকল্পের অবস্থান	:	সমগ্র বাংলাদেশ
০২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
০৩।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
০৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৩১১.৬৩ (সম্পূর্ণ জিওবি)	৩৮৫৯৮.৮৯ (সম্পূর্ণ জিওবি)	৩৭৪৭৪.৩৯ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০	৮১৬২.৭৬ (২৭.৮৫%)	২ বছর (৫০%)

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। গত ০৮/০৯/২০১০ তারিখে এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর একটি কপি সরাসরি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে গত ১৮/০৪/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর ও মন্তব্যসহ প্রেরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং PCR হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে প্রদর্শন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	তথ্যানুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩০০.০০	৫০০	৩০০.	৫০০ (১০০%)
২।	বাস্তব অঙ্গসমূহ				
২.১।	অগভীর নলকূপ	৩১০৮.২১	২৭২২০	৩১০৮.২১	২৭২২০(১০০%)
২.২।	অগভীর তারা নলকূপ	৩১৭৫.১৩	১৬২৪৫	৩১৭৫.১৩	১৬২৪৫ (১০০%)
২.৩।	হস্ত চালিত গভীর নলকূপ	১৬৫১৬.০৩	৩৪৫০০	১৫৮৯৪.৫৮	৩৪৫০০ (১০০%)
২.৪।	গভীর তারা নলকূপ	৩১৬৩.১৭	৬০০০	৩০৮৭.৩৫	৬০০০ (১০০%)
২.৫।	পিএসএফ	৩৭২.০০	৯৫০	৩৬১.০৭	৯৫০ (১০০%)
২.৬।	রিংওয়েল	৫৯৫২.৩০	১০০০০	৫৯৪৬.৫২	১০০০০ (১০০%)
২.৭।	ভিএসএসটি/এসএসটি	৪৪.০০	৪৩১	৪৪.০০	৪৩১

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
					(১০০%)
২.৮।	অগভীর নলকূপ পুনঃখনন/স্থাপন	৩২১.০০	৩০০০	৩২১.০০	৩০০০ (১০০%)
২.৯।	তারা নলকূপ প্রতিস্থাপন	২৬০.২৫	১২৯৭	২৬০.২৫	১২৯৭ (১০০%)
২.১০।	রিং ওয়েল প্রতিস্থাপন	১৩২.৯৬	১০০০	১৩২.৯৬	১০০০ (১০০%)
২.১১।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১৫.০০	১৫০	১৫.০০	১৫০ (১০০%)
২.১২।	পরীক্ষামূলকভাবে পুকুর খনন সহ পিএসএফ হতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন	২৯১.২০	৬৪	৮১.৩৭	২৫ (৩৯.০৬%)
৩।	জনবল (বেতন-ভাতা)	১৭২.৮০	৩২	৭৮.৮২	৮ (২৫%)
৪।	যাতায়াত ও যানবাহন				
৪.১।	জীপ	২৫.০০	১	০.০০	-
৪.২।	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১৬.০০	১	০.০০	-
৪.৩।	মটর সাইকেল	৭.৫০	৫	৭.৫০	৫ (১০০%)
৫।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম				
৫.১।	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	৫.০০	৫	৫.০০	৫ (১০০%)
৫.২।	আসবাবপত্র (উপজেলার অফিস সহ)	১৫.০০	থোক	১৪.৮৬	থোক
৫.৩।	হেবী ডিউটি ফটোকপিয়ার	৫.০০	১	৪.৮৯	১ (১০০%)
৫.৪।	অফিস সরঞ্জামাদি	১৫.০০	থোক	১৪.৮২	থোক
৫.৫।	কেয়ারটেকারের জন্য রেঞ্চ	১৩০.০০	৩২৫০০	১৩০	৩২৫০০ (১০০%)
৫.৬।	আর্সেনিক, আয়রণ ও স্যালাইন পরীক্ষা উপকরণ	২৪৪.০৮	৩৩০০	২৪৪.০০	৩৩০০ (১০০%)
৫.৭।	পাইলট স্কীমের জন্য প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (সেট)	৭.২০	৯	৭.২০	৯ (১০০%)
৬।	ভূমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	২৫.০০	২	০.০০	-
৭।	অন্যান্য				
৭.১।	প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক
৭.২।	প্রশিক্ষণ	৮২.৫১	থোক	৭৭.১২	থোক
৭.৩।	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	২১৮.০০	থোক	২১৭.৫৬	থোক
৭.৪।	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩৫.০০	থোক	১৩৪.০৩	থোক
৭.৫।	বিদ্যমান পাইপ ওয়াটার সিস্টেম পুনর্বাসন	৪৪০.০০	থোক	৪৩৯.৬০	থোক
৭.৬।	টেলিফোন বিল	৩০.০০	থোক	১৮.৯৮	থোক
৭.৭।	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩০.০০	থোক	২৮.৯৩	থোক
৭.৮।	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১৫.০০	থোক	৩.৫০	থোক
৭.৯।	ল্যাবরেটরীর জন্য কেমিক্যাল	৪৫.০০	থোক	৪৪.৭৪	থোক
৭.১০।	কন্টিজেনসী	৯০৮.০০	থোক	৮৯৮.৮৫	থোক
৭.১১।	জিওবি-৪ প্রকল্পের লায়ারিলিটি (থোক)	২৩২৬.৫৫	থোক	২৩২৬.৫৫	থোক
	সর্বমোটঃ	**৩৮৫৯৮.৮৯**	১০০%	**৩৭৪৭৪.৩৯**	১০০%

০৬। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদনে বাস্তবায়ন কাজ ১০০% সমাপ্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এবং প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও সকল কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়নি। এর মধ্যে কিছু কাজ সম্পূর্ণরূপে ও কিছু কাজ আংশিক বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ এবং অসমাপ্ত থাকার কারণ নিচের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	অসমাপ্ত কাজের বিবরণ	কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ
১	২	৩
১।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরীক্ষামূলকভাবে পুকুর খনন/ পুনঃখননের মাধ্যমে ৬৪টি পিএসএফ হতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন কাজের মধ্যে ৩৯টি পিএসএফ স্থাপন কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এ বাবদ ধার্য্যকৃত অর্থ হতে ২০৯.৮৩ লক্ষ টাকা (৭২.০৬%) ব্যয় হয়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রাথমিকভাবে ২৫টি পিএসএফ ব্যবস্থা চালুর পর দেখা যায় প্রায় পুকুরেই শুকনো মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়, তাছাড়া পুকুর ও পিএসএফ এর পানির গুণগত মান রক্ষা ও পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এরূপ ২৫টি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর পানি সরবরাহ প্রযুক্তিটি সফল হচ্ছে না বিবেচনায় এক বছর শেষে অবশিষ্ট ৩৯টি পিএসএফ স্থাপন কাজ বন্ধ করা হয়।
২।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২৪ জনবল (৭৫%) নিয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এ বাবদ ব্যয় হয়েছে এ খাতের প্রাক্কলনের ৪৫.৬১%।	প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ, যেমন-বাস্তবায়ন, তদারকি, বিল প্রদান ইত্যাদি কাজ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের নির্বাহী ও অন্যান্য প্রকৌশলী তথা নিজস্ব জনবল কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় বলে নতুন করে জনবল নিয়োগ করা হয়নি।
৩।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১টি জীপ ও ১টি ডাব্ল-কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেয়ায় ১টি জীপ ও ১টি ডাব্ল-কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়নি।
৪।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্য থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং এ বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩৯ টি পিএসএফ হতে পানি সরবরাহ কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এ বাবদ পুকুরের জন্য জমি প্রয়োজন না হওয়ায় ২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং এ বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।
৫।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আসবাবপত্র অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য অঙ্গে বরাদ্দকৃত ১৯৫৮.৫১ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ৬৫.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি।	প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করায় প্রয়োজনীয় বাস্তব কাজ সম্পন্ন হলেও খাতসমূহ হতে এ পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত থাকে। তবে এতে কাজও অসমাপ্ত থাকেনি।

০৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** দেশের ৮০% রোগী দূষিত ও অপর্যাপ্ত পানির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পানি বাহিত রোগে মৃত্যুর হার এখনও আশংকাজনক পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। প্রতি বছরে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু ঘটে পানি বাহিত রোগে। বয়স্ক মৃত্যুর হার শিশু মৃত্যুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হলেও রোগ ভোগের পরিমাণ অনেক বেশী। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস, কর্মদিবস নষ্ট ও চিকিৎসা বাবদ ব্যয় ইত্যাদির দরুন পল্লী অঞ্চলের জনগণকে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যা শুধু ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং জাতীয় অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, চলমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। এসব কারণে দেশে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশের নলকূপ প্রতি জনসংখ্যা ১০০ জন গৃহস্থালী

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় -

(ক) গ্রামীণ জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ;
(খ) সকল গৃহস্থালী কাজে নলকূপের ব্যবহার বৃদ্ধিতে নলকূপ/পানির উৎসের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে ও পরে গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষা নিশ্চিত করণ;
(ঘ) গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ; এবং
(ঙ) জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি, ১৯৯৮ অনুসারে গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহের পরিধি বৃদ্ধি।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ** প্রকল্পটির পিসিপি গত ০৬/১১/২০০৪ তারিখে যথাযথ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর গত ০৮/০৩/২০০৫ তারিখে প্রকল্পটির পিপি অনুমোদিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের প্রাক্কলিত কাজ ডিপিপি নির্ধারিতভাবে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় পিপি সংশোধন করা হয়। গত ২৪/০৩/২০০৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত পিপি অনুমোদিত হয়। বিভিন্নণ কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়, এসবের মধ্যে রয়েছে- (ক) নলকূপ প্রতি জনসংখ্যা ১০০

হতে ৯৫ এ উন্নীতকরণ পূর্বক নলকূপ/পানির উৎস সংখ্যা বৃদ্ধি; (খ) বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি; (গ) এ প্রকল্পের পূর্ব প্রকল্প (জিওবি-৪) এর আওতায় স্থাপিত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়ন ও সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের (সম্পূর্ণ জিওবি) অর্থে এডিপি-তে বরাদ্দ প্রাপ্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে কোন প্রকল্প সাহায্য বা অন্য কোন সংস্থার কোন অর্থায়ন ছিল না। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত মোট ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৫৯৮.৮৯ লক্ষ টাকার ৯৯.৬৪%) বরাদ্দ ও অবমুক্ত করা হয়। যার মধ্যে ব্যয় হয় ৩৭৪৭৪.৩৯ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ৯৮.৩৬%)। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৬২৫.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থ উত্তোলন করা হয়নি। এ সময়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুসারে ব্যয়, বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি'র সংস্থান		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		টাকা অবমুক্তি	সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		ব্যয়	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৪-২০০৫	৮৪৭৮.৯২	২৮%	৪৩০০.০০	১২.৪৪%	৪৩০০.০০	৪১৭১.৩৫	১২.৪৪%
২০০৫-২০০৬	১২৭০৮.৫৮	৪২%	৮০০০.০০	২০.২৩%	৮০০০.০০	৭৯৪৯.৬৪	২০.২৩%
২০০৬-২০০৭	৪১৮৫.৮৮	১৫%	৪২০০.০০	১৫.৮৪%	৪২০০.০০	৪০০০.৩৪	১৫.৮৪%
২০০৭-২০০৮	৩৯৩৮.২৫	১৫%	৫৬০০.০০	১৫.৭৭%	৫৬০০.০০	৫৪০১.৫৪	১৫.৬৫%
২০০৮-২০০৯	-	-	৪০০০.০০	৯.৩৬%	৪০০০.০০	৩৯৮২.৭৯	৯.৩৬%
২০০৯-২০১০	-	-	১২০০০.০০	২৬.৪৮%	১২০০০.০০	১১৯৬৮.৭৩	২৬.৪৮%
মোটঃ	২৯৩১১.৬৩	১০০%	৩৮১০০.০০	১০০.১২%	৩৮১০০.০০	৩৭৪৭৪.৩৯	১০০%

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ৪ জন প্রকৌশলী এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া এ প্রকল্পে ৩২ জন জনবলের সংস্থান ডিপিপিতে ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প পরিচালকসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ৮জন নিজস্ব জনবলকে প্রেষণে এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত করা হয়; কিন্তু পৃথকভাবে প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণীতে প্রদর্শন করা হলোঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ	অন্যান্য মন্তব্য
১	২	৩	৪
১। জনাব মোঃ জহুরুল হক	০১/০৭/২০০৪ হতে ১২/০৯/২০০৬ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন এবং একটি প্রকল্পের দায়িত্বে	প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকাসমূহের মধ্যে ঢাকায় অবস্থান করেন।
২। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	১২/০৯/২০০৬ হতে ২৮/০৭/২০০৮ পর্যন্ত		
৩। জনাব মোঃ রেজাউল করিম	২৮/০৭/২০০৮ হতে ১২/১১/২০০৯ পর্যন্ত		
৪। জনাব এস. এম. ইহতিশামুল হক	১২/১১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত		

৭.৬। **প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং অন্যান্য প্রকৌশলী/ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে পরিদর্শিত কাজসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কাজের নাম ও স্থান	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
	পরিদর্শিত জেলাঃ বরিশাল জেলা		
১।	**১টি গভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- বরিশাল উপজেলা- বরিশাল সদর ইউনিয়ন- চরবাড়ীয়া গ্রাম- সাফানিয়া ঠিকাদার- মোঃ সাইফুল	গড় গভীরতা- ৩০০মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২৮৬.৫০ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার গড় ব্যয়- প্রকৃত ব্যয়- ৫৮,২৮৩/-টাকা কাজের অগ্রগতি- ১০০%	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপ সচল রয়েছে এবং পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ স্থানে স্থাপিত নলকূপে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। পানি ভালো। নলকূপের যন্ত্রপাতি (২টি রেঞ্জ/ প্লায়ার্স) সরবরাহ করা হয়েছে।

ক্রমিক	কাজের নাম ও স্থান	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
	ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক- মোঃ শাহ আলম পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০১/২০১১	কার্যকাল- ০৮/০৯/২০০৯ হতে ১৫ দিন বর্তমান অবস্থাঃ সচল	নলকূপের জন্য সহায়ক চাঁদা নলকূপ স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং উক্ত চাঁদা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।
২।	**১টি গভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- বরিশাল উপজেলা- বরিশাল সদর ইউনিয়ন- চরবাড়ীয়া গ্রাম- কড়াপুর ঠিকাদার- মোঃ সাইফুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক- পপ্পুলার জামে মসজিদ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০১/২০১১	গড় গভীরতা- ৩০০মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২৭৪.০০ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার গড় ব্যয়- স্থাপন ব্যয়- ৫৬,৬৩৩/-টাকা কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল- ০৮/০৯/২০০৯ হতে ১৫ দিন বর্তমান অবস্থাঃ অচল	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়ক তথা জামে মসজিদের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপ সচল রয়েছে এবং পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ স্থানে স্থাপিত নলকূপে কোন সমস্যা পরিলক্ষক্ষত হয়নি। পানি ভালো। নলকূপের যন্ত্রপাতি (২টি রেঞ্জ/ পস্নয়ার্স) সরবরাহ করা হয়েছে। স্থাপিত নলকূপের জন্য সহায়ক চাঁদা নলকূপ স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে। গৃহীত চাঁদা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।
	পরিদর্শিত জেলাঃ খুলনা জেলা		
৩।	**১টি গভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- খুলনা উপজেলা- রূপসা ইউনিয়ন- নৈহাটি গ্রাম- ইলাইপুর ঠিকাদার- - তত্ত্বাবধায়ক- আঃ করিম শেখ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০১/২০১১	গড় গভীরতা- ৩০০মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২২২.০০ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার স্থাপন ব্যয়- - গড় ব্যয়- কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল- ০২/০১/২০০৯ হতে ১৭/০১/২০০৯ বর্তমান অবস্থাঃ অচল	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপ সচল রয়েছে এবং পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এ স্থানে স্থাপিত নলকূপের পানিতে আয়রণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া পানি পানে লবণাক্ত স্বাদ পাওয়া গেছে। এ স্থানে নলকূপের যন্ত্রপাতি (২টি রেঞ্চ/প্লায়ার্স ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়নি বলে প্রকৌশলীগণের সম্মুখেই জানান। নলকূপের জন্য সহায়ক চাঁদা নলকূপ স্থাপনের পূর্বে পরিশোধ করা হয়, যা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।
৪।	**১টি গভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- খুলনা উপজেলা- রূপসা ইউনিয়ন- নৈহাটি গ্রাম- ইস্ট রূপসা ঠিকাদার- - তত্ত্বাবধায়ক- অচিনতলা মাদ্রাসা পরিদর্শনের তারিখঃ ২৫/০১/২০১১	গড় গভীরতা- ৩০০মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২৫৯.০০ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার গড় ব্যয়- স্থাপন ব্যয়- - কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল- ০২/০১/২০০৯ হতে ১৭/০১/২০০৯ বর্তমান অবস্থাঃ সচল/আংশিক অসফল	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়ক তথা মাদ্রাসার নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপ সচল রয়েছে এবং পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে নলকূপ দিয়ে খুব কম পানি ওঠে এবং পানি উঠাতে শিশুদের খুব কষ্ট হয়। পানিতে আয়রণের গন্ধ পাওয়া গেছে। স্থাপিত নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয়। নলকূপের জন্য সহায়ক চাঁদা নলকূপ স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং উক্ত চাঁদা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।
	পরিদর্শিত জেলাঃ কক্সবাজার জেলা		
৫।	**১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- খুরুশকুল গ্রাম- ফকিরপাড়া তত্ত্বাবধায়ক- নুরানী মাদ্রাসা পরিদর্শনের তারিখ: ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ৬১মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২৭.৪৩ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ১৪৪২৫/- টাকা প্রকৃত ব্যয়-১৩৭৪৬/- টাকা ঠিকাদার- মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়ক তথা মাদ্রাসার নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি সমাপ্ত করতে ২ মাস ৩ দিন (নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৭০%) বিলম্ব হয়। নলকূপটি অচল, পানি ওঠেনা, প্লাটফর্ম ভেঙ্গে গেছে। স্থাপিত এ নলকূপের গভীরতা চুক্তিকৃত গড় গভীরতা ৬১ মিটার এর অর্ধেকের চেয়েও কম (৪৫%)। এ

ক্রমিক	কাজের নাম ও স্থান	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
		কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ১৯/০২/২০১০ বর্তমান অবস্থাঃ অচল/অসফল	কারণে পানির প্রকৃত লেয়ার পর্যন্ত পাইপ না পৌছায় এমন সমস্যা পরিলক্ষক্ষত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পানি না ওঠায় পানির গুণাগুণ সম্বন্ধে জানা যায়নি। এ নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয়। নলকূপ স্থাপনের জন্য সহায়ক চাঁদা স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ এবং চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। নলকূপের জন্য টুলস্ বা যন্ত্রপাতি (রেঞ্চ, প্লায়ার্স ইত্যাদি) প্রদান করা হয়নি।
৬।	**১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- খুরুশকুল গ্রাম- উত্তর হিন্দু পাড়া তত্ত্বাবধায়ক- উত্তর হিন্দু পাড়া মন্দির **পরিদর্শনের তারিখ:** ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ৬১মিটার প্রকৃত গভীরতা- ৪৫.৭২ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ১৪৪২৫/- টাকা প্রকৃত ব্যয়-১৩৬৬৯/- টাকা ঠিকাদার- মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ কাজের অগ্রগতি- ৫০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ১৯/০২/২০১০ **বর্তমান অবস্থাঃ** অচল/অসমাপ্ত/অসচল	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়ক তথা মন্দিরের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি অসমাপ্ত হয়েছে। নলকূপটি স্থাপনের জন্য মন্দির চত্বরের একপাশে পাইপ স্থাপন করা হলেও তা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে মাটি চাপা দেয়া অবস্থায় রয়েছে। এর কারণ জানতে চাইলে মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি জানান জানান যে, নলকূপটি খুলে তাদের বাসায় রাখা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে তারা নলকূপটি দেখাতে পারেন নি। এ স্থানে নলকূপের প্লাটফর্মও নির্মাণ করা হয়নি। এলাকাবাসী জানান যে, ঠিকাদার প্লাটফর্ম নির্মাণের জন্য ইট ও সিমেন্ট নিয়ে এলেও সভাপতি সেগুলো গ্রহণ করলেরও নলকহপ স্থাপন করতে দেননি। এ স্থানে নলকূপ স্থাপনে উপজেলা পর্যায়ে তদারকির ঘাটতি পলিক্ষক্ষত হয়েছে এবং কাজের শেষ না হলেও বিল প্রদান করা যথাযথ হয়নি। নলকূপ স্থাপনের জন্য সহায়ক চাঁদা স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ এবং সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। নলকূপের জন্য টুলস্ (রেঞ্চ) প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৭।	**১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- খুরুশকুল গ্রাম- উত্তর হিন্দু পাড়া ঠিকাদার- মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ তত্ত্বাবধায়ক- রঞ্জিত কুমার **পরিদর্শনের তারিখ:** ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ৬১মিটার প্রকৃত গভীরতা- ৪৪.১৯ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ১৪৪২৫/- টাকা প্রকৃত ব্যয়-১৩৫৮৪/- টাকা কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ১৯/০২/২০১০ বর্তমান অবস্থাঃ সচল/সফল	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপটি পানি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থাপিত এ নলকূপের গভীরতা চুক্তিকৃত গড় গভীরতার চেয়ে ২৮% কম। পানির গুণাগুণ সম্বন্ধে এলাকাবাসী ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয়। নলকূপ স্থধাপনের জন্য সহায়ক চাঁদা স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ এবং সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। নলকূপের জন্য টুলস্ (রেঞ্চ) প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৮।	**বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- উখিয়া ইউনিয়ন- রাজাপালং গ্রাম- দঃ ফলিয়া পাড়া তত্ত্বাবধায়ক- মোঃ মতিউর রহমান	১০০০লিটার আয়তনের প্লাস্টিক ট্যাংক, ৩″ ব্যাসের ৪০´ফুট পিভিসি পাইপ, ৫″x৫″ আকারের সিসি প্লাটফর্ম স্থাপন কাজ স্থাপনে গড় ব্যয়- ১৩,১৮৬/- টাকা ঠিকাদার- -মেসার্স কবির	বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণপূর্বক অন্য মৌসুমে ব্যবহারের জন্য এ ব্যবস্থাটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি পাহাড়ের উপরে প্রায় ৩০ফুট উচ্চতায় স্থাপিত। বর্তমানে ব্যবস্থাটি অচল। স্থাপিত প্লাস্টিকের ট্যাংকে পানি সংরক্ষক্ষত নেই। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, ১০০০

ক্রমিক	কাজের নাম ও স্থান	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
	পরিদর্শনের তারিখ: ১৭/৩/২০১১	এন্টারপ্রাইজ কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ১৫/০৬/২০১০ প্রকৃত সমাপ্ত-০২/০৫/২০১০ বর্তমান অবস্থাঃ অচল/অসফল	লিটার পানিতে আর ক'দিন চলে? মূলতঃ বৃষ্টির মৌসুমে এমনিতেই পানি পাওয়া যায়, প্রয়োজন শুকনো মৌসুমে, তখন আর এতে পানি থাকেনা। কাজেই ব্যবস্থাটি তেমন একটা কাজে আসেনি। অর্থাৎ এ ব্যবস্থাটি ফলপ্রসূ হয়নি। এ ব্যবস্থার জন্য সহায়ক চাঁদা পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং উক্ত চাঁদা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।
	পরিদর্শিত জেলাঃ কক্সবাজার জেলা		
৯।	**১টি অগভীর নলকূপ স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- খুরুশকুল গ্রাম- হামজার ডেইল ঠিকাদার- মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ তত্ত্বাবধায়ক- মৌঃ সৈয়দ আকবর **পরিদর্শনের তারিখ:** ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ৬১মিটার প্রকৃত গভীরতা- ২৪.৩৮ মিটার পাইপের ব্যাস- ৩৮ মিলিমিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ১৪৪২৫/- টাকা প্রকৃত ব্যয়- ১২৫৯৪/-টাকা কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ১৯/০২/২০১০ প্রকৃত সমাপ্ত-০২/০৫/২০১০ বর্তমান অবস্থাঃ সচল (আংশিক অসফল)	নলকূপটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। নলকূপের প্লাটফর্ম নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। তবে কাজটি সমাপ্ত করতে ২ মাস ১৩ দিন (নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৮১% সময়) বিলম্ব হয়। নলকূপটি পাহাড়ের উপরে প্রায় ৬০ফুট উচ্চতায় স্থাপিত। এ নলকূপের গভীরতা চুক্তিকৃত গড় গভীরতার চেয়ে ৬০% কম। এছাড়া অধিক উচ্চতায় স্থাপিত হওয়ায় এর পাইপ নির্দিষ্ট ওয়াটার টেবিলে পৌছতে পারেনি বলে প্রতীয়মান হয়। নলকূপটি দিয়ে বছরের অধিকাংশ সময় পানি ওঠেনা। পরিদর্শনকালেও নলকূপ দিয়ে পানি ওঠেনি। তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী জানান যে, পানিতে আর্সেনিক না থাকলেও প্রচুর আয়রণ। তাছাড়া পাইপ অল্প গভীরতায় স্থাপন করা হয়েছে, পাহাড় বিবেচনা করে আরো গভীরে নলকূপটির পাইপ খনন/স্থাপন করার জন্য নির্মাণ ঠিকাদারকে বারংবার অনুরোধ জানানো হলেও ঠিকাদার সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি। তিনি আইএমইডি'র পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে এ নলকূপ হতে পানি ওঠানোর ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয় (০.০০৭ mg/ltr) বলে জানা গেছে। নলকূপের স্থাপনের জন্য সহায়ক চাঁদা স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ ও সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়। এ স্থানেও নলকূপের জন্য টুলস্ (রেঞ্চ) প্রদান করা হয়নি।
১০।	**১টি রিংওয়েল স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- ঝিলংজা গ্রাম- দক্ষিণ হাজীপাড়া তত্ত্বাবধায়ক- মোঃ সাহাবউদ্দিন **পরিদর্শনের তারিখ:** ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ১৩মিটার প্রকৃত গভীরতা- ১১.৪৩ মিটার রিং এর ব্যাস- ১.৫৩ মিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ৬৭২৬৩/- টাকা প্রকৃত ব্যয় ৬৪২২৮/- ঠিকাদার- মেসার্স বি. বড়ুয়া এ্যান্ড সন্স কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ০২/০৫/২০১ প্রকৃত সমাপ্ত-০২/০৫/২০১০ বর্তমান অবস্থাঃ সচল/সফল	রিংওয়েল/পাতকূয়াটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। পাতকূয়ার প্লাটফর্ম নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। তবে কাজটি সমাপ্ত করতে ২ মাস ১৩ দিন (নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৮১% সময়) বিলম্ব হয়। রিংওয়েলটি পাহাড়ের উপরে প্রায় ৪৫ফুট উচ্চতায় স্থাপিত। এ কূপের গভীরতা চুক্তিকৃত গড় গভীরতার চেয়ে ১.৫৭ মিটার বা ১২% কম। রিংওয়েল হতে সারাবছর প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায়। পরিদর্শনকালে রিংওয়েলের উপরে স্থাপিত নলকূপ দিয়ে পানি উঠতে দেখা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, পানিতে আর্সেনিক সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আয়রণ প্রচুর। আয়রণ ছাড়া এ স্থানে আর কোন সমস্যা

ক্রমিক	কাজের নাম ও স্থান	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
			চিহ্নিত হয়নি। রিংওয়েলের সহায়ক চাঁদা কূপ স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ এবং চাঁদা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। রিংওয়েলের উপরে স্থাপিত নলকূপের জন্য টুলস্ (রেঞ্চ, প্লায়ার্স) প্রদান করা হয়নি।
১১।	**১টি রিংওয়েল স্থাপন** জেলা- কক্সবাজার উপজেলা- সদর ইউনিয়ন- ঝিলংজা গ্রাম- পশ্চিম লারপাড়া তত্ত্বাবধায়ক- খালেদা কোম **পরিদর্শনের তারিখ:** ১৭/৩/২০১১	গড় গভীরতা- ১৩মিটার প্রকৃত গভীরতা- ১০.৯৭ মিটার রিং এর ব্যাস- ১.৫৩ মিটার স্থাপনে গড় ব্যয়- ৬৪২২৮/- টাকা প্রকৃত ব্যয় ৫৯৪৭৯/- টাকা ঠিকাদার- মেসার্স বি. বড়ুয়া এ্যান্ড সন্স কাজের অগ্রগতি- ১০০% কার্যকাল-২২/১১/২০০৯ হতে ০২/০৫/২০১০ প্রকৃত সমাপ্ত-০২/০৫/২০১০ বর্তমান অবস্থা সচল/সফল	রিংওয়েল/পাতকূয়াটি তত্ত্বাবধায়কের নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। পাতকূয়ার প্লাটফর্ম নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। তবে কাজটি সমাপ্ত করতে ২ মাস ১৪ দিন (নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৮১% সময়) বিলম্ব হয়। রিংওয়েলটি পাহাড়ের উপরে প্রায় ৫০ফুট উচ্চতায় স্থাপিত। এ কূপের গভীরতা চুক্তিকৃত গড় গভীরতার চেয়ে ২.০৩ মিটার বা ১৬% কম। রিংওয়েল হতে সারাবছর প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায়। পরিদর্শনকালে রিংওয়েলের উপরে স্থাপিত নলকূপ দিয়ে পানি উঠতে দেখা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, পানিতে আর্সেনিক ও আয়রণ সহনীয় (০.০০৭ mg/ltr)। স্থানে কোন সমস্যা চিহ্নিত হয়নি। রিংওয়েলের সহায়ক চাঁদা কূপ স্থাপনের পূর্বেই পরিশোধ এবং চাঁদা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে। এ স্থানেও রিংওয়েলের উপরে স্থাপিত নলকূপের জন্য টুলস্ (রেঞ্চ, প্লায়ার্স) প্রদান করা হয়নি।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায়-	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
(ক) গ্রামীণ জনগণের নিকট নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিরবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ;	অর্জিত হয়েছে।
(খ) সকল গৃহস্থালী কাজে নলকূপের ব্যবহার বৃদ্ধিতে নলকূপ/পানির উৎসের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১,০১,৩১৮টি নলকূপ ও বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপিত হয়েছে বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে ও পরে গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষা নিশ্চিত করণ;	অর্জিত হয়েছে।
(ঘ) গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ; এবং	অর্জিত হয়েছে।
(ঙ) জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি অনুসারে গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহের পরিধি বৃদ্ধি।	অর্জিত হয়েছে।

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **সমস্যাঃ**

১০.১। **প্রকল্পের সময় ও ব্যয় অতিক্রান্ত:** প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৮ সময়ে অর্থাৎ ৪ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে সময় প্রয়োজন হয়েছে ৬ বছর। এতে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ২ বছর, যা মূল

বাস্তবায়ন কালের ৫০% বেশী। এছাড়া প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ৮১৬২.৭৬ লক্ষ টাকা (২৭.৮৫%) অর্থ বেশী ব্যয় হয়েছে। বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি সংশোধন এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করায় অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তিতেও বিলম্ব হয়।

১০.২। জনবল ও যানবাহন সংক্রান্ত *প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২৪ জনবল (৭৫%) নিয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এ বাবদ ব্যয় হয়েছে এ খাতের প্রাক্কলনের ৪৫.৬১%।* একইভাবে ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও ১টি জীপ ও ১টি ডাব্ল-কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়নি। নিজস্ব জনবল ও যানবাহন থাকার পরও কেন জনবল নিয়োগ ও যানবাহন ক্রয়ের প্রস্তাব করা হলো তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়নি।

১০.৩। অচল/অসফল নলকূপ/পানি প্রযুক্তি সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের পরিদর্শিত কোন নলকূপই গড় গভীরতায় স্থাপিত হয়নি, কিছুটা কম গভীরতায় স্থাপিত হয়েছে। কম গভীরতায় পানির লেয়ার/প্রয়োজনীয় স্তর পাওয়ায় সে গভীরতায় নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রকৌশলীগণ জানান। কিন্তু, দেখা গেছে যে, কম গভীরতায় বা পাহাড়ের উপরে স্থাপিত নলকূপসমূহ হয় অচল/পানি উঠে না অথবা লবণাক্ততা আক্রান্ত হয়েছে। যেমন- খুলনা জেলায় স্থাপিত নলকূপের পানিতে একই সঙ্গে আয়রণ ও লবণাক্ততা লক্ষ্য করা গেছে। আবার চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত ৪টি নলকূপ এর মধ্যে ৩টি নলকূপ অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায় ও সঠিক স্থানে স্থাপিত না হওয়ায় নলকূপ দিয়ে পানি উঠে না, ফলে অচল হয়ে আছে। অন্যান্য পানি প্রযুক্তির মধ্যে ১টি রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং/বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করা হয়েছে। এটিও অচল হয়ে আছে। বৃষ্টি না হওয়ায় পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি এবং মাত্র ১০০০ লিটার আয়তনের একটি পানির ট্যাংকে সংক্ষিত পানি ২-৪ দিন ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায়। এ কারণে এ প্রযুক্তিটিও সফল বলে বিবেচিত হয়নি।

১০.৪। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও সহায়ক চাঁদা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থহানকৃত অর্থ হতে মোট ১১২৪.৫০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে, যা উত্তোলন করা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় ১,০১,৩১৮টি নলকূপ ও বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস নির্মাণ/স্থাপন বাবদ কত টাকা সহায়ক চাঁদা হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে এবং তন্মধ্যে কত টাকা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে তা সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া কত টাকা বা কোন টাকা অসমর্পিত অবস্থায় রয়েছে কি না তা মূল্যায়ন কালে বা পিসিআর হতে জানা যায়নি।

১০.৫। নলকূপের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি/টুলস্ সরবরাহ না করাঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রতিটি নলকূপের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি/টুলস্ (রেঞ্চ, প্লায়ার্স) প্রদানের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শিত ৩টি জেলার ১১টি নলকূপ/রিংওয়েলের ৯টিতেই (৮২%) তা সরবরাহ করা হয়নি। এ হতে প্রতীয়মান হয় সারা দেশে স্থাপিত অনেক নলকূপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলেও এখনও সরবরাহ করা হয়নি/বাকী রয়েছে।

১০.৬। বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন কালে প্রতীয়মান হয় যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত নলকূপের ক্ষক্ষত্রে নলকূপ প্রতি জনসংখ্যার ঘণত্ব অনুসরণ করা হয়নি এবং স্থাপিত নলকূপ সমূহ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণে এ অধিদপ্তরের মেকানিকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশল জনবলের প্রচন্ড অভাব পরিলক্ষক্ষত হয়েছে।

১০.৭। প্রকল্পের নিরীক্ষা: প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ৬টি অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, জেলা পর্যায়ের নিরীক্ষা অফিস কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এ সব নিরীক্ষায় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ বা অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না থাকায়/পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত আর্থিক নিয়মনীতি অনুসরণ বিষয়ে নিরীক্ষা কর্মকর্তা/অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। সুপারিশঃ

১১.১। প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বেই কোন পানি প্রযুক্তি কোন এলাকার জন্য যথার্থ তা নিরূপণ করলে এবং প্রণয়নকালে CPM অনুসরণপূর্বক ডিপিপি প্রসস্তুত করা হলে বাস্তবায়নকালে মাঝামাঝি সময়ে কোন পানি প্রযুক্তি (যেমন- *পিএসএফ*) স্থাপন কাজ বন্ধ করার প্রয়োজন হতো না এবং প্রকল্প সংশোধন ও ব্যয় বা বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পরিহার করা সম্ভব হতো বলে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পে/ডিপিপি প্রণয়নে এলাকাভিত্তিক লাগসই পানি সরবরাহ প্রযুক্তির সংস্থানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

১১.২। সংস্থার নিজস্ব জনবল ও যানবাহন দ্বারা কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পে এ ধরণের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের সংস্থান রাখা পরিহার করতে হবে।

১১.৩। প্রকল্পের আওতায় নলকূপ/পানির স্থাপনাসমূহ এমন গভীরতায় স্থাপন করা উচিত যাতে তাতে আয়রণ/আর্সেনিক বা লবণাক্ততা না থাকে বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষক্ষত হয়। পাহাড়ের উপরে নলকূপ স্থাপন না করে রিংওয়েল স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত। নলকূপ স্থাপনে অবশ্যই গড় গভীরতা অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং গড় গভীরতার চেয়ে অনেক কম গভীরতায় নলকূপ স্থাপন পরিহার করা আবশ্যক। এছাড়া বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং/বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হলেও কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় এ প্রযুক্তি প্রয়োগ পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে পানি প্রযুক্তি স্থাপনকালে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনার পরামর্শ প্রদান করা হলো। এছাড়া পরিদর্শিত অসফল/অচল নলকূপ/পানি প্রযুক্তিসমূহ সচল/প্রতিস্থাপন পূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১১.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থাপিত নলকূপের জন্য সহায়ক চাঁদা হিসেবে কত টাকা গৃহীত হয়েছে এবং তন্মধ্যে কত টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে এবং কোন টাকা অসমর্পিত রয়েছে কি না তা আইএমইডিকে জানানো সহ বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অসমর্পিত অর্থ অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১১.৫। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নলকূপ সমূহের জন্য সংগৃহীত/ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি/টুলস্ (রেঞ্চ, প্লায়ার্স) অবিলম্বে বিতরণ সমাপ্ত করে এ সংক্রান্ত ১টি প্রতিবেদন আইএমইডিতে দাখিল করা যেতে পারে।

১১.৬। প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন হতে প্রতীয়মান হয় যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নলকূপ স্থাপনে নলকূপ প্রতি জনসংখ্যার ঘণত্ব ও নলকূপ স্থাপন নীতিমালা অনুসরণ সমীচীন ছিল। অন্যদিকে স্থাপিত নলকূপ সমূহ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মেকানিকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশল জনবল নিয়োগ প্রদান করা আবশ্যক। তা না হলে প্রকল্প হতে কাঙ্খিত সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবেনা।

১১.৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর নিরীক্ষা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে অবিলম্বে একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।